POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ
وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ
اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○(النساء:3)

এবং তোমরা এতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ দাও এবং পবিত্র ধন-সম্পদের সহিত অপবিত্র ধন-সম্পদ বদলাইও না, এবং তাহাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত মিলাইয়া খাইও না। নিশ্চয় ইহা মহা পাপ।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 22

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 28 মে, 2020 4 শওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

হাজার হাজারের কথা কি বলব, সমস্ত কাজ দোয়ার মাধ্যমে সমাধা হয়। একথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে সমস্ত কিছুর উপর আল্লাহ্ তা'লার অসীম নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি যা চান তাই করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ধন্য সেই ব্যক্তি যে সফলতা এবং আনন্দের সময় তাকওয়া অবলম্বন করে।

অধিকাংশ মানুষের জীবনী পুস্তকে একথা লিপিবদ্ধ আছে যে প্রাথমিক যুগে তারা ঘোর সাংসারিক ছিলেন, কিন্তু তারা কোনও দোয়া করেছিলেন যা কবুল হয়ে যায়। এর পর তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। অতএব নিজেদের দোয়া কবুল হওয়া এবং সফলতা নিয়ে গর্বিত হয়ো না,বরং খোদার কৃপা এবং পুরস্কারের মূল্যায়ন কর। সফলতার সময় উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রাণের সঞ্চার হওয়াই দস্তর। এই জীবনকে কাজে লাগানো উচিত এবং এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার মারেফাতে উন্নতি করা উচিত। কেননা, সব থেকে উৎকৃষ্ট মানের যে বিষয়টি কাজে আসবে তা হল খোদা তা'লার মারেফাত। আর এটি সৃষ্টি হয় খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে অনুধাবন করলে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে কেউ রোধ করতে পারে না। অতিরিক্ত অভাব অনটনও মানুষকে বিপদে ফেলে। এই জন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'আল ফাকরু সাওয়াদুল ওয়াজহি'। (অর্থাৎ দারিদ্র্য মুখমণ্ডলকে বিমর্ষ করে তোলে) আমি নিজে এমন অনেক দেখেছি, যারা অভাব অনটনের কারণে নাস্তিক হয়ে গেছে, কিন্তু মোমেন অস্বচ্ছলতার সময়েও খোদা সম্পর্কে বিরূপ চিন্তাধারা পোষন করে না, বরং সেটিকে নিজের ভুলের পরিণাম আখ্যা দিয়ে তাঁর কাছে কৃপা ও দয়া যাচনা করে। যখন সেই যুগ অতিক্রান্ত হয় এবং তার দোয়া ফলপ্রসু হয়, তখন সে নিজের দুর্বলতার যুগকে ভুলে যায় না, মনে রাখে। মোট কথা যদি এ বিষয়ের উপর ঈমান থাকে যে আল্লাহ্‌র তা'লাকে সব সময় প্রয়োজন, তবে তাকওয়ার পথ অবলম্বন কর। ধন্য সেই, যে সফলতা এবং আনন্দের মূহুর্তে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর হতভাগ্য সে যে হোঁচট খাওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি বিনত হয় না।

তকদীর বা নিয়তি

তকদীর বা নিয়তি দুই প্রকারের। একটির নাম 'মুয়াল্লাক' এবং অপরটিকে বলা হয় 'মুবরাম'। যদি কোনও তকদীর 'মুয়াল্লাক' অবস্থায় থাকে, তবে তা দোয়া ও সদকার মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া যায় আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপা সেই তকদীর পরিবর্তন করে দেয়। 'মুবরিম' হওয়া অবস্থায় সদকা এবং দোয়া এই তকদীরের কোনও উপকার করতে পারে না। তবে তা অনর্থক ও বিফলেও যায় না, কেননা তা আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদার পরিপন্থী। তিনি তার দোয়া এবং সদকার প্রভাব অন্য কোনওভাবে পৌঁছে দেন। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে খোদা তা'লা কোনও তকদীরের বিষয়ে কোনও একটি সময় পর্যন্ত তাতে বিলম্ব ঘটিয়ে থাকেন।

মুয়াল্লিক তকদীর এবং মুবরাম-এর উৎস ও সন্ধান কুরআন করীম থেকে পাওয়া যায়। যদিও এই শব্দগুলি নেই। যেমন কুরআন করীমে বলা হয়েছে, 'উদউনি আসতাজিবলাকুম' (মোমেন, আয়াত: ৬১) অনুবাদ: দোয়া চাও, আমি কবুল করব। এখান থেকে জানা যায় যে দোয়া কবুল হতে পারে। আর দোয়ার দ্বারা আযাব এড়ানো যায়। আর হাজার হাজারের কথা কি বলব, সমস্ত কাজ দোয়ার মাধ্যমে সমাধা হয়। একথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে সমস্ত কিছুর উপর আল্লাহ্ তা'লার অসীম নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি যা চান তাই করেন। তাঁর অপ্রকাশিত শক্তি সম্পর্কে মানুষ অবগত হোক বা না হোক, কিন্তু শত সহস্র অভিজ্ঞ ব্যক্তির অপার অভিজ্ঞতা এবং হাজার হাজার প্রার্থনাকারীর আকুল দোয়ার সুস্পষ্ট পরিণাম দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাঁর এক অপ্রকাশিত ও সুপ্ত শক্তি রয়েছে। তিনি যা চান তা মুছে ফেলেন, আর যা চান প্রতিষ্ঠিত করেন। এ বিষয়ের গভীরে পৌছনো এবং এর সারমর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। যেহেতু খোদা তা'লা জানেন যে কোনও একটি বিষয় ঘটতে চলেছে, কাজেই এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। খোদা তা'লা মানুষের নিয়তি বা তকদীরকে শর্তনির্ভর করেও রেখেছেন, যা তওবা ও বিনয়ের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। যখন কোনও প্রকার কষ্ট ও বিপদ এসে পৌঁছয়, তখন স্বভাবতই মানুষ পুণ্যকর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। নিজের মধ্যে নিদারুন মানসিক যন্ত্রণা ও ব্যকুলতা অনুভব করে, যা তার মধ্যে চেতনা তৈরী করে পুণ্যের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যেভাবে আমরা বিভিন্ন ওষুধের কার্যকারিতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ অবগত হই, অনুরূপভাবে একজন যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ যখন খোদার আশ্রয়ে যারপরনায় বিনয় সহকারে আনত হয় এবং 'হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু' বলে তাঁকে ডাকে এবং দোয়া প্রার্থনা করে, তখন সে সত্য স্বপ্ন কিম্বা সত্য ইলহামের মাধ্যমে এক সুসংবাদ ও আশ্বাসবাণী লাভ করে। হযরত আলী (আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করুন) বলেন, যখন ধৈর্য ও আন্তরিকতার মাধ্যমে দোয়া যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তা গৃহীত হয়। দোয়া এবং সদকা খয়রাত দ্বারা আযাব এড়িয়ে যাওয়া এমন এক প্রমাণসিদ্ধ সত্য, যা সম্পর্কে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ঐক্যমত হয়েছেন এবং কোটি কোটি পুণ্যবান, মুত্তাকি এবং আওলিয়াগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এ বিষয়ের সাক্ষী। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৬-১৩৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

দরসুল কুরআন

কুরআন মজীদের শেষ তিনটি সূরার দরস

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে উদিত প্রভাত থেকে লাভবান হওয়া এবং সূরাগুলিতে বর্ণিত দোয়া এবং নিজেদের আমল দ্বারা দাজ্জালের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার উপদেশ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণিত তফসীরের আলোকে এই সূরাগুলির মারেফাতপূর্ণ তফসীর

কতিপয় মসনুন দোয়া এবং হযরত মসীহ মওউ (আ.)-এর ইলহামী দোয়া সম্পর্কে আলোচনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-কর্তৃক প্রদত্ত দরসুল কুরআন, সময়কাল-২৯ শে রমযান, ১৪৪০ হিজরী, ইং ৪ঠা জুন, ২০১৯, মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمۡ مَّا فِی الۡاَرۡضِ وَ الۡفُلۡكَ تَجۡرِیۡ فِی الۡبَحۡرِ بِاَمۡرِهٖ ؕ وَ یُمۡسِكُ السَّمَآءَ اَنۡ تَقَعَ عَلَی الۡاَرۡضِ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ۔ (الحج:66)

তুমি কি দেখ নাই যে, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জাহাজসমূকেও, যেগুলি তাঁহার আদেশে সমূদ্রে চলিতেছে? এবং তিনি আকাশকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উহা তাঁহার আদেশ ছাড়া পৃথিবীতে পড়িয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা হজ্জ, আয়াত:৬৬)

এটি আল্লাহ্ তা'লার করুনা এবং দয়া যে তিনি নভোমণ্ডলকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। অন্যথায় মানুষ যে সব কাজ করছে এবং বিশেষ করে এই যুগে যে সব বিদ্রোহাত্মক আচরণ করছে, আল্লাহকে ভুলে বসেছে, প্রথমত: আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে শরীক তৈরী করেছে, দ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লা অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই। যদি আল্লাহ্ তা'লা চান তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ধৃত করেন, কিন্তু তিনি ছাড় দেন, তিনি ত্বরাপরায়ণ নন। তারা প্রশ্ন করে যে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দেন না কেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি ছাড় দিই ইচ্ছে করলে শাস্তি দিতে পারি, পৃথিবীতে কাউকে থাকতে দিতাম না। কিন্তু তাঁর অযাচিত দানশীলতা গুণের কারণে তিনি তোমাদেরকে ছাড় দিচ্ছেন। আর তিনি তাড়াহুড়ো করেন না, কারণ তিনি সকল শক্তির আধার। তিনি জানেন, যখন শাস্তি দেওয়ার সময় হবে আমি তাদের ধৃত করতে পারব, আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না, আমার হাত থেকে কেউ পালাতে পারবে না। কাজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যেদিক থেকেই তোমরা দেখ আমাকে তোমাদের প্রয়োজন আছে আর এটি আমার অযাচিত দানশীলতা এবং প্রতিপালন গুণের রূপ যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করছি। আর অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারীও তিনিই। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে দাবি করতে পারে যে সে সূর্য থেকে আলোক রশ্মি আনতে পারে, কিম্বা রাত্রিকে দিবসে পরিণত করতে পারে বা দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করতে পারে বা ঝড়-ঝঞ্ঝা রুখে দিতে পারে? জাপান বা আমেরিকা বা অন্য কোন শক্তি যারা নিজেদেরকে উন্নত মনে করে, তারা নিজেদের জাগতিক উপকরণ ও সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই ঝড় তুফান আটকাতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি চাইলে ঝড়ে গতিপথ বদলে দিতে পারেন।

ফিজি পরিদর্শনে আমরা গিয়েছিলাম, তখন সেখানে একদিন ভোরে ফজরের নামাযের পূর্বে পাকিস্তানের নাযির আলা সাহেবের ফোন আসে আর বিবিসি-তে সংবাদ প্রচার হচ্ছিল যে প্রবল সুনামী ধেয়ে আসছে যা ফিজির উপর আছড়ে পড়বে। সর্বত্র তীব্র উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল। আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদের ফোন আসা আরম্ভ হল। নামাযের সময় হয়েছিল, তাই আমি বিশ্রাম কক্ষ থেকে মসজিদে এলাম। মসজিদে নামাযের পূর্বে নামাযীদেরকে আমি বললাম আমরা নামাযে সিজদায় সকলে ঝড়ের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য দোয়া করব। আমি দোয়া করব আর আপনারাও আমার সঙ্গ দিবেন। আমি দোয়া করলাম, আর আল্লাহ্ সেখানেই আমাদেরকে আশ্বস্ত করার উপকরণ সৃষ্টি করলেন। ফিরে এসে জানতে পারলাম ঝড়ের অভিমুখ অন্য দিকে সরে গিয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তার প্রদর্শন যে যেখানে জাগতিক শক্তিগুলি এই ঝড়তে আটকাতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্ যখন চান স্বীয় বান্দাদের দোয়া গ্রহণ করেন, যারা নিষ্ঠাসহকারে তাঁকে মান্য করে, তাঁর ইবাদত করে, তাঁর কথার বাধ্য হয়। আর এই দোয়ার কল্যাণে বৃষ্টিও নাযেল করেন এবং ঝড়ের গতিপথও বদলে দেন এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকেও মুক্তি দেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটিই আমি, আমার সত্তা আর এটিই আমার অস্তিত্বের নিদর্শন। কাজেই অযাচিত দানকারী, বারবার কৃপাকারী, বান্দার প্রশ্নের উত্তরদাতা এবং সকল গুণের অধিকারী আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ করেন কিন্তু নাস্তিক ও মুশরিকরা তা অনুধাবন করতে পারে না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর মাধ্যমে মোমেনদেরকে বলেছেন, এই শিরক এবং নাস্তিকতার যুগে পৃথিবীকে আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে অবগত কর। আর বর্তমান যুগে মহম্মদী মসীহ্র অনুগত দাসদের কাজ হল এই কাজটিকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা।

এর পরের সূরাটি হল সূরা ফালাক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একস্থানে এ সম্পর্কে বলেছেন- 'হে মুসলমানেরা! যদি তোমরা সত্য অন্তকরণে খোদা তা'লা এবং তাঁর পবিত্র রসুলের উপর ঈমান আন এবং ঐশী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাক, তবে নিশ্চিত জেনে রেখো যে সাহায্যের সময় এসেগেছে। আর এই কর্মকাণ্ড মানুষের নয়, না মানুষের কোনও পরিকল্পনা এর ভিত্তি রেখেছে। বরং সেই ভোর উদিত হয়েছে, যার সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থাবলীতে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।" খোদা তা'লা বলেন, " খোদা তা'লা অনেক প্রয়োজনের সময় তোমাদেরকে স্মরণ করেছেন।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৪)

এখন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন অবতীর্ণ হওয়া এবং তাঁর ধর্মের জন্য কাউকে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল। অতএব, এই ভোরের উদয় হল। ইমাম রাগিব তাঁর অভিধান পুস্তক মুফরাদাত-এ লেখেন, ফালাক' শব্দের একটি অর্থ সকালও হয়।

(মুফরাদাত, ইমাম রাগিব)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সঙ্গেই ভোরের উদয় হয়েছে, কিন্তু এই যুগের দাজ্জালী শক্তিসমূহের অপচেষ্টা থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় আশ্রয়ে আসার জন্য দোয়াও শিখিয়েছেন। ভোর উদিত হয়েছে, কিন্তু দাজ্জালী শক্তি তোমাদেরকে এই ভোরের আলো ও সূর্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে বাধা দেওয়ার চেষ্টায় রত থাকবে। কিন্তু তাদের চেষ্টা সত্ত্বেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ভোর থেকে উদিত হওয়া সেই দিন ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকবে।

আঁ হযরত (সা.), যিনি সীরাজুম মুনীরা (প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ), তাঁর জ্যোতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, শয়তানী শক্তিসমূহ আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তারা চুপ করে বসে থাকবে না। আর আজ আমরা প্রবলভাবে লক্ষ্য করছি যে এরা ছলেবলে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আক্রমণ করছে। মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুসলমান জাতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর এই সতর্কবাণীর প্রতি মনোযোগ দেয় না যে দেখ, ভোর উদিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্মরণ করেছেন, এবিষয়টি ভীষণভাবে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তবুও তোমরা বুঝতে পারছ না। এখন আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ করা সত্ত্বেও যদি তোমরা মনোযোগী না হও, তবে আল্লাহ্ তা'লাও কারো পরোয়া করেন না। আর এবিষয়টির বহিঃপ্রকাশও আমরা এভাবে দেখি যে শাসন ক্ষমতা এবং অন্যান্য উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এবং মুসলমান উলেমারাও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীতায় উন্মাদ হয়ে চলেছে আর এ দিকে দেখছে না যে আল্লাহ্ তা'লা এদের উপর যে কৃপা করেছেন তা থেকে কিভাবে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া যায়। তারা নিজেদের হীন ষড়যন্ত্র দ্বারা এই সূর্যের আলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চায়। এতে উভয় পক্ষ মিলিত আছে আর একথাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

(শেষাংশ ৮ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

“আমাদের জামাতের প্রথম কর্তব্য হল আল্লাহ্ তা’লার উপর সত্যিকার ঈমান অর্জন করা”

প্রকৃত ঈমান এবং তাকওয়ার দাবি হল আল্লাহ্ তা’লার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারও পূর্ণ করা এবং সূক্ষ্মস্তরে গিয়ে পূর্ণ করা এবং অনুরূপভাবে সূক্ষ্মস্তরে বিশ্বস্ততা রক্ষা করা।

তাকওয়া অর্জন কর, কেননা তাকওয়ার পরই খোদা তা’লার পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভ হয়।

মানুষ যদি সৎকর্মশীল হয়, পুণ্যবান প্রকৃতির হয়, পরহিতৈষী হয়, সংযমী ও বিনয়ী হয়, তবে এমন ব্যক্তি দ্বারা মানুষ অলৌকি নিদর্শনের ন্যায় প্রভাবিত হবে। এটিও তবলীগের একটি মাধ্যম।

কুরআন করীমের স্পষ্ট নির্দেশ, যদি অসুস্থ হও তবে রোযা রেখো না। কিন্তু অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কায় রোযা ত্যাগ করা অনুচিত।

নিজেদের শারিরিক অবস্থা বিবেচনা করে বিবেকের কাছে ফতোয়া নিয়ে রোযা রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উপদেশ।

রোযা রাখার তৌফিক লাভ এবং মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করার উপদেশ।

পৃথিবীর অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ।

আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে দোয়া করার ও নিজেদের অবস্থায় উন্নতি সাধনের তৌফিক দিন এবং বিশ্ববাসী ও ক্ষমতাধর দেশগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের নীতি ও ভবিষ্যত কর্মবিধি নির্ধারণেরতৌফিক দিন। (আমীন)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড (ইউকে) থেকে ২৪ এপ্রিল, ২০২০, তারিখে প্রদত্ত খুতবা (২৪ শাহাদত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ (البقرة:184 تا 186)

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতা হতে রক্ষা পাও।

পরের আয়াতের অনুবাদ হলো, অতএব তোমরা রোযা রাখ, হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। আর তোমাদের মাঝে যদি কেউ অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাহলে তাকে অন্যান্য দিনে (রোযার)গণনা পূর্ণকরতে হবে। আর যারা এর অর্থাৎ রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না, তাদের জন্য ফিদিয়াস্বরূপ (সামর্থ্য থাকার শর্তে) একজন মিসকিনকে খাওয়ানো আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কোন সৎকাজ করবে তা তার জন্য উত্তম হবে। তোমাদের জ্ঞান থাকলে বুঝতে পারতে যে, রোযা রাখাই তোমাদের জন্য শ্রেয়।

রমজান মাস সেই মাস যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। সেই কুরআন যা গোটা মানবজাতির জন্য হেদায়েতরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর যা নিজের ভেতর সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ বহন করে, এমন দলীল-প্রমাণ যা হেদায়েতের কারণ, আর এর পাশপাশি কুরআনে ঐশী নিদর্শনও রয়েছে। কাজেই, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি এ মাসকে এ অবস্থায় পায় যে, সে অসুস্থও নয় আর সফরেও নয় তাহলে সে যেন এতে রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তার জন্য অন্যান্য দিনে (রোযার এ) সংখ্যা পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান, তিনি তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর তিনি এ নির্দেশ এ জন্য দিয়েছেন যাতে তোমরা কষ্টে নিপতিত না হও এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর আর আল্লাহ্ তোমাদের যে হিদায়াত দিয়েছেন সেজন্য তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা ঘোষণা কর, যাতে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

(সূরা বাকারা: ১৮৪-১৮৬)

আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় আগামীকাল থেকে এখানে রমজান আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য রমজানের রোযা বিধিবদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রথম যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তাতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য রোযা এ কারণে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। তাকওয়া কী? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

“তাকওয়া হলো এই যে, মানুষ খোদার সকল আমানত এবং ঈমানী অঙ্গীকার, অনুরূপভাবে সৃষ্টির সকল আমানত এবং অঙ্গীকার রক্ষায় যথাসাধ্য যত্নবান থাকবে। অর্থাৎ সেগুলোর সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিক সমূহের ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ”

(পরিশিষ্ট বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ২১০)

অর্থাৎ আমানত এবং অঙ্গীকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক সমূহকে দৃষ্টিপটে রেখে সেগুলো পালন করবে এবং সেগুলোকে শিরোধার্য করবে। অতএব এটি কোন সহজ কাজ নয়। হুকূকুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য কী আর হুকূকুল ইবাদ বা সৃষ্টির প্রাপ্য কী– এর তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বই আমরা পুরোপুরি পালন করতে অক্ষম। আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এত অনুগ্রহ রয়েছে যে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন– তাঁর প্রাপ্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এই দায়িত্ব আমরা পালন করি না আর করা সম্ভবও নয়। এটি না করেই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজি হতে লাভবান হচ্ছে যেন এটি আমাদের প্রাপ্য অধিকার। অথচ তিনি যে আমাদের অবস্থা ও অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও আমাদেরকে কল্যাণমণ্ডিত করছেন– এটি আল্লাহ্ তা'লার একান্ত অনুগ্রহ। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত আমাদের অঙ্গীকারও আমরা পূর্ণ করি না। এছাড়া সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, পিতামাতার প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, প্রতিবেশীর প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, পথিকের অধিকার রয়েছে, সমাজের সার্বজনীন প্রাপ্য অধিকার রয়েছে– যা আমরা প্রদান করি না, অথচ এগুলো প্রদানের নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সেই দায়িত্ব পালন করি না। অতএব আমরা যদি সূক্ষ্মতার সাথে যাচাই করি তাহলে দেখা যাবে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্যও প্রদান করছি না এবং বান্দারও না। আমি একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়েছিলাম, যাতে কিছু মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম, অর্থাৎ বান্দার বা সৃষ্টি ও আল্লাহ্ তা'লার যেসব প্রাপ্য রয়েছে তার সংখ্যাও ২৮/২৯-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃত ঈমান আর তাকওয়ার দাবি হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকারও রক্ষা কর এবং সূক্ষ্মতায় গিয়ে কর। অনুরূপভাবে তাঁর আমানতের দায়িত্বও পালন কর এবং সূক্ষ্মতায় গিয়ে সুচারুরূপে পালন কর। তেমনিভাবে সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকারও সূক্ষ্মতার সাথে প্রদান কর আর তার আমানতের দায়িত্বও ঐকান্তিক সচেতনতার সাথে পালন কর। কেবল তখনই বলা যেতে পারে যে, (তোমার মাঝে) তাকওয়া রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রমজান মাস এজন্য এসেছে, রোযা রাখার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি এজন্য আকর্ষণ করা হয়েছে যেন বছরের (বাকি) এগারো মাসে এসব অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ঘাটতি রয়ে গেছে সেগুলোকে এই মাসে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বৈধ জিনিসকেও পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করে, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ প্রদান করে, বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তোমরা সেসব ঘাটতি পূর্ণ কর। এটি যদি কর– তাহলে এর নাম হলো তাকওয়া। আর এটিই রমজান এবং রোযার উদ্দেশ্য। আর মানুষ যখন এই মানসিকতা নিয়ে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য রোযা রাখবে এবং রমজান অতিবাহিত করবে আর সৎ উদ্দেশ্যে অতিবাহিত করবে, তখন এই পরিবর্তন সাময়িক হবে না বরং একটি স্থায়ী পরিবর্তন হবে।

আর তখন আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের প্রতিও স্থায়ীভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, যথাযথভাবে ইবাদত করার প্রতিও স্থায়ী মনোযোগ থাকবে, জাগতিক ব্যস্ততা এবং বৃথা কার্যকলাপ প্রাধান্য বিস্তার করবে না, মানুষের প্রাপ্য প্রদানের প্রতিও সার্বিক মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে, ব্যক্তিস্বার্থের জন্য আমরা মানুষের অধিকার হরণকারী হব না। আমরা যদি এ মানসে এবং এই সংকল্পের সাথে রোযার মাসে প্রবেশ না করি তাহলে রমজান মাসে প্রবেশ করা মূল্যহীন। মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেছেন, যে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার পথে তাঁর কৃপা যাচনা করে রোযা রাখে আল্লাহ্ তা'লা তার চেহারা এবং আগুনের মাঝে ৭০ 'খরীফ' দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৮৪০)

অর্থাৎ দুই ঋতুর মাঝে যে দূরত্ব হয়ে থাকে সে দূরত্ব। উদারহরণস্বরূপ হেমন্ত থেকে হেমন্তের দূরত্ব বা এক শীত থেকে পরবর্তী শীতকালের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অর্থাৎ এক খরীফ থেকে অপর খরীফ পর্যন্ত এক বছরের দূরত্ব হয়ে থাকে। মোটকথা সত্তর বছরের দূরত্বের সমান দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। অতএব এ হলো রোযার কল্যাণ এবং এ হলো সেই তাকওয়া যা রোযা সৃষ্টি করে। রোযা কেবল ত্রিশ দিনের জন্যই তাকওয়া সৃষ্টি করে না বরং প্রকৃত রোযা সত্তর বছর পর্যন্ত আপন প্রভাব রাখে। আমরা যদি এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে দেখব, একজন সাবালক মুসলমানের ওপর রোযা ফরজ হওয়ার পর এই রোযা থেকে সত্যিকার কল্যাণ লাভ করে ও রোযার মূল তত্ত্ব বুঝে যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে রোযার মাঝে যেসব কল্যাণ আল্লাহ তা'লা রেখেছেন তা থেকে সারা জীবন কল্যাণ লাভ করতে থাকবে এবং তাকওয়ার পথসমূহ সন্ধান করতে থাকবে যা রোযার মূল উদ্দেশ্য। এভাবে সে আল্লাহ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাবে এবং ক্রমাগতভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে থাকবে।

চিন্তা করুন, আমাদের সমাজে যদি এমন রোযাদার সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে কত সুন্দর ও আদর্শ সমাজ হবে যেখানে আল্লাহ তা'লার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করা হবে এবং বান্দার অধিকারও প্রদান করা হবে। এটিই সেই সুন্দর আদর্শ সমাজ যা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন প্রত্যেক মু'মিন দেখে, বরং প্রত্যেক মানুষ নিজের অধিকার লাভ নিশ্চিত করার জন্য এমন সমাজ প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, নিজের জন্য সাধারণত এটি পছন্দ করলেও অন্যের ক্ষেত্রে উক্ত অধিকারের কথা হয়ত সে বেমালুম ভুলে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, অন্যদের জন্যও তোমাকে উক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে। শুধু নিজের সুযোগ-সুবিধা দেখলে চলবে না, নিজের স্বার্থ, নিজের অধিকার দেখলে চলবে না, বরং অন্যের অধিকারও রক্ষা করতে হবে, তাদেরও খেয়াল রাখতে হবে।

আজকাল ভাইরাস জনিত যে মহামারি ছেয়ে আছে তা রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের জের হিসেবে অধিকাংশ মানুষকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। এখানে জামা'তে একটি ভালো দিক সামনে আসছে, কোন কোন জায়গায় অন্যান্য লোকদের মাঝেও এই চেতনার সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু বিশ্বের সব দেশে জামা'তের মাঝে বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি রয়েছে যে, যেসব স্থানে মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন খোদ্দামুল আহমদীয়ার অধীনে, স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সেখানে খাবার, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও ঔষধ পৌঁছানোর কাজ তারা করে যাচ্ছে। অতএব, এই অধিকার প্রদানের মাধ্যমে তারা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে, যার মাধ্যমে আপনজনেরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন তেমনি অন্যরাও উপকৃত হয়ে প্রভাবিত হচ্ছেন। অতএব আজকাল মানব সেবার এই যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, এই চেতনা আমাদের মাঝে শুধু জরুরী অবস্থায়ই নয় বরং স্থায়ীভাবে থাকা উচিত।

যাহোক, এছাড়া আধ্যাত্মিক কী কী উপকারিতা রয়েছে, এ বিষয়ে মানুষ লিখছে যে, এর ফলে আমাদের ঘরে নতুন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সবাই ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছি। সব নামায বাজামা'ত আদায় করা হচ্ছে, নামাযের পর সংক্ষিপ্ত দরসও হচ্ছে, সবাই একসাথে বসে খুতবা দেখি, এছাড়া এমটিএ-তে প্রচারিত অন্যান্য অনুষ্ঠানও দেখি। এই লকডাউন যদি আরো দীর্ঘ হয় আর পুরো রমজান মাসব্যাপী তা চলতে থাকে তাহলে বাজামা'ত নামায, দরস এবং পঠন-পাঠন প্রভৃতি আরো অধিক মনোযোগ সহকারে করার চেষ্টা করা উচিত। শিশুকিশোরদের ছোট ছোট মসলা-মাসায়েলও শেখান ও বলুন। আমি পূর্বেও একটি খুতবায় বলেছিলাম, এভাবে নিজেদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করুন এবং সন্তানদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করুন আর দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে নিজের জন্য এবং বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে বিশেষভাবে কৃপা যাচনা করুন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই যে দিনগুলো উপহার দিচ্ছেন এ থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া উচিত। এই মহামারি সার্বিকভাবে ঘরে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা আরো উন্নত করার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। সেসব জগতপূজারী ঘরের মতো হয়ে যাবেন না যাদের সম্পর্কে জানা যায় যে, সেখানে সার্বিকভাবে ঝগড়া-বিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি পবিত্র পরিবেশে যে পুণ্যকর্ম করার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে তার ফলে আমাদের উন্নতি হওয়ার কথা। যে ধর্মীয় পরিবেশ ঘরে সৃষ্টি হচ্ছে অনেক সময় পুরুষ পুরোপুরি সেই পরিবেশের অংশ হয় না, আর অনেক সময় মহিলাদের কাছে অন্য কোন বিষয় বেশি প্রধান্য পায়। এমন লোকদের এ চেতনাই নেই যে, এমন অবস্থায় কতটা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা প্রয়োজন। এটিই সেই সময় যখন সন্তানদেরকেও খোদা তা'লার অধিকতর নিকটবর্তী করা সম্ভব। অতএব আমাদের প্রত্যেক আহমদী পরিবারের উচিত, এই দিনগুলোতে এ

দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া যেন আমরা উত্তরোত্তর খোদা তা'লার অধিক ভালোবাসা লাভে সক্ষম হই এবং আমাদের পরিণাম যেন শুভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার প্রকৃত মর্ম বুঝা এবং তদনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য দান করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তাকওয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হলেন এ যুগের সুরক্ষিত দুর্গ, সেই মজবুত আশ্রয়স্থল এবং দুর্গ, যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ লাভ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সম্মুখে স্পষ্টকরে, গভীর মর্মবেদনা নিয়ে আমাদেরকে আল্লাহ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রদর্শিত পথ দেখিয়ে সেই নিরাপদ দুর্গে প্রবেশ করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব আমরা যারা এ অঙ্গীকার নিয়ে তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি যে, তাঁর কথা মেনে সে অনুযায়ী চলব, আমাদের ওপরসেই অঙ্গীকার রক্ষার কর্তব্য বর্তায়। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় গভীর অভিনিবেশ করে তদনুযায়ী চলা উচিত। আমরা যদি আমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করি তাহলে এভাবে আমরা আমাদের ইহ ও পরকালও সুসজ্জিত ও সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হব। এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা তিনি বিভিন্ন বৈঠকে জামা'তের সদস্যদের সম্মুখে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও তাকওয়ায় উন্নতির জন্য বর্ণনা করেছেন। তাকওয়া কী আর কীভাবে তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব,এক বৈঠকে এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"প্রথমে এটি বোঝা আবশ্যক যে, তাকওয়া কী জিনিস এবং কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব? তাকওয়া হল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নোংরামি থেকে আত্মরক্ষা করা। তাকওয়া অর্জন করার উপায় হলো, মানুষের এমন পূর্ণাঙ্গীন চেষ্টা করা যার সুবাদে সে পাপের ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না। এছাড়া নিছক প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট মনে না করা, বরং যেভাবে দোয়া করা উচিত সেভাবে দোয়া করা যাতে হৃদয় বিগলিত হয়। বৈঠকে, সিজদায়, রুকুতে, ক্বিয়ামে এবং তাহাজ্জুদে; এক কথায় সর্বাবস্থায় সকল মুহর্তে এই চিন্তায় ও দোয়ায় রত থাকা যে, আল্লাহ্ তা'লা, গুনাহ্ এবং পাপের নোংরামি থেকে মুক্তি দিন। মানুষ যদি গুনাহ এবং পাপ থেকে সুরক্ষিত ও নিষ্পাপ হয়ে যায় আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্রচেতা এবং সত্যবাদী গণ্য হয় তাহলে এর চেয়ে উত্তম কোন নেয়ামত নেই। কিন্তু এই নেয়ামত নিছক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও লাভ হয় না আর কেবল দোয়ার মাধ্যমেও নয়। অর্থাৎ নিছক চেষ্টাও যথেষ্ট নয় আর কেবল দোয়াও যথেষ্ট নয়, বরং এই দোয়া ও প্রচেষ্টার পূর্ণ ঐক্যতানের মাধ্যমেই তা সম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় বিষয়কে পরম মার্গে না পৌঁছাবেএই নেয়ামত লাভ করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি কেবল দোয়া করে কিন্তু চেষ্টা করে না, সে পাপ করে এবং খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে। একইভাবে যে ব্যক্তি কেবল চেষ্টা করে কিন্তু দোয়া করে না, সেও ধৃষ্টতা দেখায় এবং খোদা তা'লার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে নিজ পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা এবং বাহুবলে পুণ্য অর্জন করতে চায়। অর্থাৎ বাহুবলে পুণ্যার্জন সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যিকার মু'মিন আর প্রকৃত মুসলমানের রীতি এটি নয়। সে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়া উভয়ের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করে। পুরো চেষ্টা করে, অর্থাৎ বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে কাজে লাগায়, এরপর বিষয়টি খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দিয়ে দোয়া করে আর পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরাতেই এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (সূরা ফাতেহা: ০৫)। যে ব্যক্তি নিজ শক্তিবৃত্তিকে কাজে লাগায় না, সে নিজের শক্তিবৃত্তিকে কেবল নষ্ট ও এর অসম্মানই করে না বরং সে পাপ করে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৩৭-৩৩৮)

পুনরায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি (আ.) এভাবে দিয়েছেন যে,

" আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যে শক্তিবৃত্তি দিয়েছেন সেগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ফলাফল সে আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দেয় এবং খোদার সমীপে নিবেদন করে যে, তুমি আমাকে যতটা সামর্থ্য দিয়েছ ততটা আমি এর দ্বারা কাজ নিয়েছি। এটিই হলো 'ইইয়াকানাবুদু-এর অর্থ। এরপর 'ইইয়াকানাসতাঈন' বলে খোদার কাছে এ সাহায্য যাচনা করে যে, আর পরবর্তী ধাপগুলোর জন্যও আমি তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৩৩৮-৩৩৯)

কিন্তু সর্বদা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা এবং আমাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তাই নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনার পর অর্থাৎ যথাসম্ভব চেষ্টা-সংগ্রামের পরই তাঁর সাহায্য যাচনা করা যেতে পারে। অতএব এ ক্ষেত্রেও খুব ভালোভাবে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত আর দেখা উচিত যে, আমরা তাকওয়ার ভিত্তিতে কার্যসিদ্ধি করছি কি-না? এরপর তিনি (আ.) বলেন,

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন সময় মানুষ চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কাজে লাগায়। কিন্তু চেষ্টাসাধনার ওপর পূর্ণরূপে নির্ভর করা চরম অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা বৈ-কী। চেষ্টার পাশাপাশি যদি দোয়া না করা হয় তাহলে তা অর্থহীন আর দোয়ার পাশাপাশি যদি চেষ্টা-সাধনা না থাকে তাহলেও কোন লাভ নেই। যে জানালা দিয়ে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটে প্রথমে সেই জানালা বন্ধ করা আবশ্যক।" যে ছিদ্র বা যে স্থান দিয়ে পাপ ভিতরে অনুপ্রবেশ করে, অর্থাৎ পাপ, যা অবাধ্যতা ও ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়, প্রথমে তা দূরীভূত করা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, "প্রথমে সেই জানালা বন্ধ করা উচিত আর এরপর প্রবৃত্তির টানাপোড়েনের (হাত থেকে বাঁচার) জন্য দোয়া করা উচিত। এ জন্যই বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবূত: ৭০)। তিনি (আ.) বলেন, (দেখ!) এখানে চেষ্টা-সাধনা করার প্রতি কত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চেষ্টা-প্রচেষ্টায়ও খোদাকে পরিত্যাগ করা অনুচিত। অপরদিকে বলেন **'উদউনি আসতাজিবলাকুম'** (সূরা মু'মিন: ৬১)। অতএব মানুষ যদি আন্তরিকভাবে তাকওয়া-প্রত্যাশী হয় তাহলে সে যেন চেষ্টা ও দোয়া করে। উভয় কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবে যেন করে। এমনটি হলে খোদা তার প্রতি দয়াদ্র হবেন, কিন্তু যদি একটি করে অপরটিকে ছেড়ে দেয় তাহলে সে বঞ্চিত থেকে যাবে। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৩৩৮-৩৩৯)

এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"মানুষ এই পন্থা অবলম্বন করে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সে পন্থা কোনটি? তা হলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং দোয়া, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র তাকওয়া হলো সকল বিষয়ের মূল, যার মাঝে এটি নেই সে পাপিষ্ঠ। তাকওয়ার মাধ্যমেই কর্মের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। তাকওয়াই কর্মের মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আর এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ হয় এবং এর মাধ্যমেই সে আল্লাহ্ তা'লা ওলী হয়ে যায়। যেমন তিনি বলেন, إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ (সূরা আনফাল: ৩৫)।

আবার এ বিষয়েরই অর্থাৎ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ -এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি (আ.) এভাবে দিয়েছেন যে,

"'বিলায়াত' তাকওয়ার ওপর নির্ভর করে। খোদার ভয়ে ভীত-ত্রস্ত থেকে যদি এটি অর্জন কর তাহলে উৎকৃষ্টতম মার্গে পৌঁছবে।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৩৪০)

তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র ওলী হওয়া যায়। হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ তা'লার ভয় থাকে, তাঁকে যদি ভয় করতে থাক তাহলে মানুষ পরম মার্গে পৌঁছতে পারে। পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"তাকওয়ার কোন ধাপ যদি বাদ না পড়ে তাহলে সে আল্লাহ্র ওলীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় আর সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার পরম মার্গ একটি মৃত্যু বৈ-কী। কেননা সব দিকে থেকে যদি সে নফসের বিরোধিতা করে তাহলে নফস বা প্রবৃত্তি মারা যাবে। আর এ কারণেই বলা হয়েছে,'মূতূ কাবলা আন তামূতূ' (অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যু বরণ কর)। তিনি বলেন, অবাধ্য প্রবৃত্তি সর্বদা বাহ্যিক বা জাগতিক আনন্দ ও সুখের পেছনে ছুটে, অথচ আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ আনন্দ ও সুখ সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক সুখ-ই হলো সুপ্ত ও গুপ্ত আনন্দ– সে তা জানেই না। কেবল

জাগতিক চাকচিক্য সম্পর্কেই মানুষ অবহিত। অবাধ্য প্রবৃত্তি এসবেরই বাসনা রাখে। তিনি (আ.) বলেন, একে সচেতন করার জন্য আবশ্যক হলো প্রথমে বাহ্যিক সুখ-সম্ভোগের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করা আর তখনই নফস সেই অপ্রকাশিত বা সুপ্ত আনন্দ-আস্বাদন সম্পর্কে অবহিত হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক আনন্দ-অভিলাষের মৃত্যু ঘটলে পরেই প্রবৃত্তি সুপ্ত আনন্দ কাকে বলে বুঝতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, তখন ঐশী আনন্দ বা সুখের সূচনা হবে, যা জান্নাতীজীবনের প্রতীক বা প্রমাণ। অতঃপর তিনি (আ.) জামা'তের সদস্যদের এই প্রসঙ্গে নসীহত করে বলেন, এখানে কোন বড় ওলী আল্লাহ্ কিংবা উচ্চমার্গে উপনীত ব্যক্তিকে তিনি নসীহত করছেন না বরং জামা'তের সাধারণ সদস্যদের উদ্দেশ্যে এই নসীহত করেছেন। এটি মনে করা উচিত নয় যে, এ পর্যায়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ মর্যাদা প্রয়োজন, কিংবা এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোন বিশেষ মর্যাদা চান, সবাই সেই মার্গে পৌঁছাতে পারে না। তিনি (আ.) সাধারণভাবে জামা'তের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে নসীহত করে বলেন, আমাদের জামা'তের প্রত্যেকের উচিত নিজের প্রবৃত্তির উপর এক মৃত্যু আনয়ন এবং তাকওয়া অর্জনের জন্য প্রাথমিকভাবে অনুশীলন করা যেভাবে শিশুরা আদর্শলিপি শেখার জন্য করে থাকে। শুরুর দিকে আঁকাবাঁকা অক্ষর লেখে কিন্তু লাগাতার অনুশীলনের ফলে অবশেষে নিজেই স্পষ্ট ও সোজা অক্ষর লিখতে সক্ষম হয়। একইভাবে তাদেরও অনুশীলন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা যখন তাদের পরিশ্রম দেখবেন তখন তিনি নিজেই তাদের প্রতি দয়াদ্র হবেন।"

পূর্বে যে, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا(সূরা আনকাবূত: ৭০)বলেছেন এটিকে আরো স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا রআয়াতে জিহাদ (বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা) বলতে এই অনুশীলকেই বুঝানো হয়েছে।" মানুষ পরিশ্রম করার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করলে আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন এবং তাকে তার চেষ্টার প্রতিফল দান করেন। তিনি (আ.) বলেন, এখানে মুজাহেদা তথা চেষ্টা-সংগ্রাম বলতে এই অনুশীলনকেই বুঝায়। এক শিশুর অনুশীলন করার ন্যায় একদিকে দোয়া এবং অপরদিকে পরিপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা যদি চালিয়ে যায় তাহলে পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হয় আর প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও তাড়না প্রশমিত ও শীতল হয়ে যায়। আগুনে পানি ঢাললে অবস্থা যেমন হয়, অবাধ্য প্রবৃত্তির অবস্থাও তেমনই হয়ে যায়। অনেকেই আছে যারা অবাধ্য আত্মার দাসত্বে লিপ্ত।

এরপর তিনি (আ.) জামা'তের অভ্যন্তরীণ সংশোধনের জন্য বলেন,

"আমি দেখি, জামা'তের সদস্যদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যায়" অর্থাৎ পরস্পর ঝগড়া, মনোমালিন্য হয়, যার ফলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে। "সামান্য ঝগড়ার কারণে একে অপরের মান-সম্মানের ওপর হামলা করে এবং নিজের ভাইয়ের সাথে লড়াই-ঝগড়া করে। এটি খুবই অসঙ্গত আচরণ, এরূপ মোটেও হওয়া উচিত নয়। বরং কেউ যদি ভুল স্বীকার করে নেয় ক্ষতি কী?" তিনি (আ.) বলেন, "কতক মানুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও দ্বিতীয় ব্যক্তি যতক্ষণ লাঞ্ছিত হওয়া মেনে না নেয় ততক্ষণ তার পিছু ছাড়ে না। এ ধরনের আচার-আচরণ পরিহার করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার এক নাম হল, 'সাত্তার' (অর্থাৎ, তিনি বান্দার দোষত্রুটি ঢেকে রাখেন), তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কেন এরা নিজ ভাইয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, মার্জনা করে না এবং দোষত্রুটি গোপন করে না। নিজ ভাইয়ের দুর্বলতা ঢেকে রাখা উচিত এবং তার সম্মান-সম্ভ্রমে আক্রমণ করা উচিত নয়। "

এরপর তিনি (আ.) বলেন,

"জামা'তের মধ্যে এখনো অনেকেই এমন আছে যারা নিজেদের বিরুদ্ধে সামান্য কোন কথা শুনলেই উত্তেজিত হয়ে উঠে। অথচ স্বভাবে কোমলতা ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টির জন্য এসব উন্মাদনা পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, দেখা যায় যে, একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক আরম্ভ হয়, কিন্তু হৃদয়ে পরস্পরকে পরাজিত করার ফন্দি আঁটতে থাকে যাতে অন্যকে হেয় সাব্যস্ত করা যায় আর যাতে নিজে জয়যুক্ত হতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে প্রবৃত্তির উত্তেজনা পরিহার করা উচিত এবং অশান্তি দূর করার লক্ষ্যে (এমন) তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে সবকিছু জেনেও নিজ থেকেই পরাজয় মেনে নেওয়া উচিত। কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে নিজের ভাইকে হেয় সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৩৪১-৩৪২)

তিনি (আ.) বলেন, অন্যের ত্রুটি খুঁজে বের করে তা প্রচার করে বেড়ানো– এটি ভয়াবহ অহংকারের মূল এবং মারাত্মক রোগ। নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার চিন্তা অহংকারের একটি মূল। অহংকারের মূল সম্পর্কে প্রথমে বলেছেন যে, অন্যের ত্রুটি খুঁজে বের করে তা প্রচার করা; এটিকে আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন– নিজ ভাইয়ের উপর বিজয়ী হওয়ার চিন্তাও অহংকারের একটি মূল এবং মারাত্মক এক রোগ, কেননা তা ভাইয়ের দোষ প্রকাশ ও প্রচারে উৎসাহিত করে। এমন কর্মকাণ্ডের ফলে আত্মা অপবিত্র হয়ে যায়, এথেকে বিরত থাকা উচিত। মোটকথা, এই যাবতীয় বিষয় তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সব বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বনকারীকে ফিরিশতাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কেননা তার মধ্যে কোন অবাধ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। তাকওয়া অর্জন কর, কেননা তাকওয়া অর্জনের পরই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে কল্যাণরাজি আসে। মুত্তাকী ব্যক্তিকে পার্থিব বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হয়, খোদা তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন না করা হবে কোন লাভ নেই। এমন মানুষ আমার হাতে বয়আত করে আদৌ লাভবান হয় না।"

তিনি বলেন, মনে রেখো, বয়আতের মৌখিক অঙ্গীকার কোন মূল্য রাখে না; আল্লাহ্ তা'লা আত্মার পরিশুদ্ধি চান। তিনি বলেন, কোন উপকারই হবে না; আর উপকার হবেই বা কীভাবে, কেননা একটি আমানিশা যে ভেতরেই রয়ে গেছে! যদি সেই উত্তেজনা, অহংকার, দাম্ভিকতা, আত্মশ্লাঘা, কপটতা, চট করে রেগে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য থেকেই যায়, যা অন্যদের মধ্যেও রয়েছে, তবে পার্থক্যই বা কী? "

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে– "তাই নিজেদের মাঝে পরির্তন সাধন কর এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নত দৃষ্টান্ত হও।" তিনি বলেন, "পুরো গ্রামে যদি একজনও পুণ্যবান থাকে মানুষ তার মাধ্যমে সেভাবে প্রভাবিত হবে যেমনটি নিদর্শনের মাধ্যমে হয়। " যদি ভালো মানুষ হয় এবং পুণ্য স্বভাবের হয়, পরোপকারী হয়, সংযমী হয়, বিনয়ী হয়– তাহলে মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হবে, যেমনটি মু'জিযার মাধ্যমে হয়। এটিও তবলীগ করার একটি মাধ্যম। তিনি বলেন, "পুণ্যবান মানুষ, যে আল্লাহ্তা'লার ভয়কে দৃষ্টিপটে রেখে পুণ্য করে, তার মাঝে এক ঐশী প্রভাব ও প্রতাপ থাকে যা অন্যদের মনের ওপর পড়ে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্ওয়ালা লোক। তিনি (আ.) বলেন, যত শত্রুতাই থাকুক না কেন, ধীরে ধীরে সবাই নিজে থেকেই তার অনুগামী হয়ে যাবে; আর তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার পরিবর্তে শ্রদ্ধা করা আরম্ভ করবে। তিনি বলেন, এটি পূর্ণ সত্য, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে, খোদা তা'লা তাকে নিজ মাহাত্ম্য থেকে অংশ দিয়ে থাকেন, আর এটি সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ার পথ। সুতরাং মনে রেখো, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে ভাইদেরকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। মহানবী (সা.) হলেন যাবতীয় চারিত্রিক গুণাবলীর পরম বিকাশ, আর এখন খোদা তা'লা তাঁর চরিত্রের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখনও যদি সেই পাশবিকতাই রয়ে যায় তাহলে তা চরম পরিতাপ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। অতএব, অন্যদের দোষারোপ করো না, কেননা কখনো কখনো মানুষ অন্যকে দোষারোপ করে নিজেই তাতে ধরা পড়ে। যদি তার মাঝে সেই দোষ না থেকে থাকে।" আর তা সত্ত্বেও তুমি অপবাদ দাও– তবে তুমি নিজেই তাতে অভিযুক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু যাকে তুমি দোষারোপ করছ এবং বলছ যে, তার মাঝে এই দোষ আছে; সেই দোষ যদি সত্যি-সত্যিই তার মাঝে থেকে থাকে, "তবে তা খোদা তা'লা দেখবেন"; সেক্ষেত্রেও তাকে দোষারোপ করার কোন প্রয়োজন তোমার নেই। যদি দোষ থেকেও থাকে তবে সে নিজে খোদার সাথে বোঝাপড়া করবে; আর যদি (দোষ) না থেকে থাকে, তা সত্ত্বেও তুমি বলতে থাক– তাহলেতো উল্টো তোমার উপর আপতিত হতে পারে। তিনি (আ.) বলেন,

"অনেক মানুষের অভ্যাস হলো, তারা চট করে ভাইদের উপর নোংরা অপবাদ দিয়ে বসে; এমন আচরণ পরিহার কর। মানবজাতির উপকার সাধন কর এবং নিজ ভাইদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর, নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর; আর সবার আগে শির্ক এড়িয়ে চল– কারণ এটি তাকওয়ার প্রথম সোপান।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৩৪০-৩৪৪)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়ার অর্থ হলো পাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথ এড়িয়ে চলা। কিন্তু স্মরণ রেখো, পুণ্য কেবল এতটুকুই নয় যে, এক ব্যক্তি বলবে, আমি পুণ্যবান কেননা আমি কারো সম্পদ গ্রাস করি নি, সেঁধ কাটি নি, চুরি করি না, কুদৃষ্টি দিই না এবং ব্যভিচারও করি না। তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এরূপ পুণ্য ঠাট্টাযোগ্য। কেননা সে যদি এসব পাপে লিপ্ত থাকে, চুরি-ডাকাতি করে তবে সে শাস্তি পাবে। সুতরাং এগুলো কোন পুণ্য নয় যা তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মূল্যায়নযোগ্য হতে পারে। বরং প্রকৃত ও সত্যিকার পুণ্য হচ্ছে মানবজাতির সেবা করা এবং আল্লাহ্‌র পথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা এবং তাঁর পথে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। এজন্য এখানে বলা হয়েছে, **'ইন্নল্লাহা মাআল্লাযীনাত্তাকাও ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসেনুন'** (সূরা নাহল: ১২৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে আছেন যারা পাপ পরিহার করে চলে এবং এর পাশাপাশি পুণ্যকাজও করে। ভালোভাবে স্মরণ রেখো, শুধুমাত্র পাপ এড়িয়ে চলা কোন কাজের কথা নয়, যতক্ষণ না এর সাথে পুণ্যকাজ করা হয়।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:২৪১-২৪২)

তিনি আরো বলেন, "নিশ্চিত জেনো যে, সকল সাধুতা ও পুণ্যের মূল হচ্ছে খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান যত দুর্বল হয় পুণ্যকাজেও ততই দুর্বলতা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঈমান যদি দৃঢ় হয়"। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস সুদৃঢ় হলে কর্মও ভালো হবে। "যখন ঈমান শক্তিশালী হয় এবং আল্লাহ্ তা'লাকে পূর্ণ গুণাবলীর আধার হিসেবে বিশ্বাস করা হয় তখন মানুষের কর্মেও অনুরূপ বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়। খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী কখনো পাপ করতে পারে না। কেননা ঈমান তার রিপুর শক্তিবৃত্তিকে এবং পাপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেটে দেয়। " তিনি বলেন, "দেখ! যদি কারো চোখ উপড়ে ফেলা হয় তাহলে চোখের মাধ্যমে সে কীভাবে কুদৃষ্টি দিতে পারে এবং চোখের পাপ কীভাবে করবে? অনুরূপভাবে যদি তার হাত কেটে দেওয়া হয় তাহলে এ অঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ সে কীভাবে করতে পারে? একইভাবে যখন কোন ব্যক্তি নফসে মুতমাইন্নাহ্‌র (অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার) স্তরে থাকে তখন নফসে মুতমাইন্নাহ্ তাকে অন্ধ করে দেয় এবং তার চোখে পাপ করার শক্তি থাকে না। সে দেখেও দেখে না। অর্থাৎ দেখে কিন্তু কুদৃষ্টি দিয়ে দেখে না, পাপের দৃষ্টিতে দেখে না; কেননা চোখের পাপের শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়। সে কান থাকা সত্ত্বেও বধির হয়ে থাকে, শুনে কিন্তু নোংরা বিষয় শুনে না। আর যেগুলো পাপের কথা সেগুলো শুনতে পারে না। একইভাবে তার রিপুর সকল তাড়না ও কামশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়। তার সকল শক্তির ওপর, যার দ্বারা পাপ সংঘটিত হতে পারে, সেগুলির উপর এক মৃত্যু এসে যায়। সে সম্পূর্ণভাবে এক মৃতদেহ সদৃশ হয়ে যায় এবং খোদাতা'লার ইচ্ছার অধীনস্ত হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছা পরিপন্থী একটি পদক্ষেপও সে নিতে পারে না। এটি তখন হয় যখন খোদাতা'লার ওপর প্রকৃত ঈমান থাকে এবং এর ফলে তাকে পরিপূর্ণ প্রশান্তি প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, এটিই সেই মর্যাদা যা অর্জন করা মানুষের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।" তিনি জামা'তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমাদের জামা'তের এর প্রয়োজন রয়েছে এবং পরিপূর্ণ প্রশান্তি অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ ঈমানের প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমাদের জামা'তের প্রথম দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্‌তা'লার সত্তা সম্পর্কে প্রকৃত ঈমান অর্জন করা। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:২৪৪-২৪৫)

এরপর তিনি বলেন, "খোদা কাউকে পবিত্র না করলে কেউ পবিত্র হতে পারে না। যখন খোদাতা'লার দরবারে বিনয় এবং কাকুতিমিনতির সাথে মানুষের আত্মা সেজদাবনত হবে তখন খোদাতা'লা তার দোয়া গ্রহণ করবেন এবং সে পূর্ণতা লাভ করবে। তখন সে মহানবী (সা.)-এর ধর্মকে বুঝার যোগ্যতা অর্জন করবে। অন্যথায়, ধর্ম ধর্ম বলে সে যে চিৎকার করে এবং যে ইবাদত ইত্যাদি করে থাকে, তা নিছক প্রথাগত বিষয় ও ধ্যানধারণা বৈ কিছু নয় যা পিতাপিতামহের অনুকরণে সে পালন করে থাকে।" অর্থাৎ পিতাপিতামহ করেছিলেন তাই আমিও করছি। "কোন সার এবং আধ্যাত্মিকতা এর মাঝে থাকে না। "

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:২২৮)

অতএব এটি হলো তাকওয়ার সেই মান আর এটি হলো ধর্মকে বুঝার, জানার এবং আমল করার সেই মানদণ্ড যা অর্জন করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর যা অর্জনের চেষ্টা আমাদের করা উচিত। নিজেদের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনয়াবনত হয়ে তাঁর সাহায্য যাচনা করা উচিত, যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে এসব মানে উপনীত হওয়া এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করেন। আর এই তাকওয়াই পরবর্তী আয়াতে রোযার বিষয়গুলোর ব্যাখ্যায় যা বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ এতে প্রদত্ত ছাড় বা সুযোগের সদ্ব্যবহারের তৌফিক দান করে। এটিকে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার শর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। যদি রোযা রাখার সামর্থ্য না থাকে বা এমন কোন রোগ থাকে, যার ফলে রোযা সহ্য করা কঠিন হয় অথবা এমন কোন রোগ থাকে যে ব্যাপারে ডাক্তার বলে দেয় যে, রোযা রাখা যাবে না, সেক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির ফিদিয়া দিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু অজুহাত অন্বেষণ করে ফিদিয়ার বৈধতা খুঁজতে যেয়ো না। বরং তিনি বলেন, পুণ্যকাজের জন্য আনুগত্য প্রদর্শন আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এই কাজ কীভাবে করার আদেশ দিয়েছেন– তা দেখা উচিত। অতএব গভীরে গিয়ে তাকওয়ার পথে চলে কেউ যদি আত্মবিশ্লেষণ করে তাহলে বুঝা যাবে যে, রোযা রাখাই উত্তম নাকি ফিদিয়া দেওয়া উত্তম। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ অসুস্থ থাকে বা সফরে থাকে তাহলে সে যেন রোযা না রাখে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাঠিন্য চান না আর যখন রোগ সেরে যায় তখন যেন ছেড়ে দেওয়া রোযাগুলো পূর্ণ করে নেয়। ফিদিয়া দিয়ে দিলেও সফরের কারণে যে রোযা ছুটে গিয়েছে তা পূর্ণ কর। ঘুরে ফিরে আবার একই কথা দাঁড়ায় যে, তাকওয়ার ভিত্তিতে খোদাভীতি এবং আল্লাহ্ আমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত-অবগত– এ সত্য দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের সব সিদ্ধান্ত নাও; তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য উত্তম অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন, উত্তম ফলাফল সৃষ্টি করে দিবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যার অন্তর রমজানের আগমনে একথা ভেবে আনন্দিত হয় যে, রোযা রাখার মানসে আমি রমজানের অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ার কারণে সে রোযা রাখতে পারে নি; ঊর্ধ্বলোকে সে রোযা থেকে বঞ্চিত থাকবে না। তিনি বলেন, এ জগতে অজুহাত সন্ধানী অনেক লোক আছে অর্থাৎ বাহানা সন্ধান করে এবং মনে করে যে, আমরা জগদ্বাসীকে যেভাবে প্রতারিত করি তেমনিভাবে খোদা তা'লাকেও প্রতারিত করব। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষকে ধোকা দিয়েছি তাই আল্লাহকেও ধোকা দেওয়া সম্ভব। বাহানা সন্ধানীরা নিজেরাই নিজেদের কাছে অজুহাত সন্ধান করে এবং নিজেরাই অজুহাত দাঁড় করায় আর এর সাথে কৃত্তিম ধ্যানধারণা যোগ করে সেগুলোকে একান্ত সঠিক ধরে নেয় আর বলে, এটি হয়েছে, সেটি হয়েছে, আর মনে করে যে, এভাবে রোযা পরিত্যাগ করার যথার্থ কারণ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তিনি বলেন, কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে তা সঠিক নয়। কৃত্রিমতার দ্বার অনেক প্রশস্ত, যদি বাহানা করতে হয়, অজুহাত সন্ধান করতে হয় তাহলে একের পর এক অজুহাত সৃষ্টি হতে থাকে। তিনি বলেন, যদি মানুষ এসকল কৃত্রিম অজুহাতকে ভিত্তি বানাতে চায় তাহলে সারা জীবন বসে বসে নামায পড়তে পারে এবং রমজানের রোযা পুরোটাই ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু খোদা

(শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায়...)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

যাকাত এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য, এটি প্রদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন

পবিত্র রমযান মাস আরম্ভ হয়েছে। এই আশিসময় মাসে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র উক্তি অনুসারে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেননা, এই পবিত্র মাসেই মোমেনগণ সমধিক হারে শরিয়ত বিধান সম্মত আদেশাবলী মেনে চলার সুযোগ পায়, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করে অশেষ রহমত ও বরকতের অংশীদার হয়। এই পবিত্র মাসে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) কেবল অনেক বেশি ইবাদতই করতেন না, বরং প্রচুর পরিমাণে সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতেন। অতএব আমাদের প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের কর্তব্য হল আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে কেবল ইবাদতের বিষয়েই দ্রুত হব না, বরং আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করার ক্ষেত্রেও অগ্রণী হব।

জামাতের সদস্যগণ নিশ্চয় অবগত আছেন যে কুরআন করীমে নামাযের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যাকাত দানের জন্য উপযুক্ত প্রত্যেক মহিলা ও পুরুষদের কাছে আবেদন করা হচ্ছে যে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পালনের প্রতি মনোযোগী হোন।

যাকাত ইসলামের মূল স্তম্ভগুলির অন্যতম যা যাকাত প্রদানের জন্য যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

সুতরাং হে লোক সকল! যাহারা নিজেকে আমার জামাতভুক্ত বলিয়া গণ্য করিয়া থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামাতভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্ওয়ার খোদা-ভীরুতার) পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করিবে যেন তোমরা আল্লাহতালাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে। যাহারা যাকাত দিবার উপযুক্ত তাহারা যাকাত দিবে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৫)

গয়নার যাকাত সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

যে গয়না ব্যবহৃত হয় এবং কখনও কখনও গরিব মহিলাদেরকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়, এ সম্পর্কে কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন সেগুলির যাকাত নেই। আর যে গয়না পরা হয়, কিন্তু অন্যদেরকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় না, সেগুলির যাকাত দেওয়াই শ্রেয়, কেননা সেটি নিজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা পরিবারে এই রীতিই মেনে চলি এবং প্রতি বছরের পর নিজেদের বর্তমান গয়নার যাকাত দিই এবং যে গয়না অর্থ হিসেবে সঞ্চিত থাকে সেগুলির যাকাত সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই।

(আল হাকাম, ১৭ ই নভেম্বর, ১৯০৫)

সৈয়্যাদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে এই কর যেটিকে যাকাত বলা হয়, তা আয়ের উপর দেওয়া হয় না। বরং পুঁজি ও লাভ সব মিলিয়ে তার উপর ধার্য করা হয়। এভাবে আড়াই শতাংশ অনেক সময় লাভের পঞ্চাশ শতাংশ দাঁড়ায়।

(আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম, আনোয়ারুল উলুম, ৮ম খণ্ড,পৃ:৩০৬)

গয়না এবং নগদ টাকার উপর যাকাতের হার সম্পর্কে সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

" রূপার জন্য রূপা অনুযায়ী এবং স্বর্ণের জন্য স্বর্ণ অনুযায়ী হার ধার্য হবে যা আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে তিনি স্বয়ং প্রচলন করেছিলেন। আর নগদ অর্থের ক্ষেত্রে যাকাতের হার ধার্য করার প্রসঙ্গে বলতে হবে যে বর্তমান যুগে অধিকাংশ পৃথিবী স্বর্ণকেই মুদ্রামান হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছে। অতএব, নগদ অর্থের যাকাত নির্ধারণে স্বর্ণকেই মাপকাঠি হিসেবে ধরা হবে।

(মজলিসে ইফতা-র নামে হুযুর আনোয়ারের পত্র)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

আঁ হযরত (সা.) রুপোর জন্য ৫২.৫ ভূরি এবং স্বর্ণের জন্য ৭.৫ ভুরি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

* যার কাছে সাড়ে বায়ান্ন ভুরি (৬১২ গ্রাম) রুপা এক বছর থেকে সঞ্চিত রয়েছে, তাকে এর থেকে ১/৪০ ভাগ অর্থ আড়াই শতাংশ যাকাত দেওয়া আবশ্যক।

* অনুরূপভাবে সাড়ে সাত ভূরি (৮৭ গ্রাম) সোনা বা সমপরিমাণ নগদ অর্থ এক বছর থেকে সঞ্চিত থাকলে তার উপরও নির্ধারিত ১/৪০ বা আড়াই শতাংশ হারে যাকাত দেওয়া আবশ্যক।

* যাকাতের সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই কেন্দ্রে পাঠানো আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার তৌফিক দান করুন এবং জামাতের সমস্ত সদস্যের প্রাণ ও সম্পদে বরকত দান করুন। (নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

(২ পতার শেষাংশ)

একস্থানে বলেছেন। প্রথমত এরা দাজ্জালি শক্তি, দ্বিতীয়ত তথাকথিত আলেম সম্প্রদায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে তাঁর একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমরা তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারি, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মান্য করার মাধ্যমে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারি, এছাড়া পালানোর কোন পথ নেই। আল্লাহ্ যে নেয়ামতরাজি দান করেছেন, সেগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে পারি। (খনিজ) তেলের সম্পদকে যদি নিজেদের আমোদ প্রমোদের ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, নিজেদের ঘরবাড়ি, গলি-মহল্লাকে সোনার পাতায় ছেয়ে দেয় আর আল্লাহ্ তা'লার অধিকার সমূহ ও কর্তব্যাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কিম্বা সেগুলির প্রতি যত্নবান না থাকে বা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, সঠিকভাবে প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদান না করে, তবে এই ধন-সম্পদ কোন কাজে আসবে না। দাজ্জালের কথা শুনে এই সম্পদকে যদি একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে, তবে এর যে যুক্তিগ্রাহ্য পরিণাম হওয়া অনিবার্য ছিল, এক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি এমন অবস্থা হয়, তবে আমার আশ্রয় থেকেও তোমরা বেরিয়ে যাবে। তখন আমার আর কোন আশ্রয় থাকবে না। নিজেদের কামনা বাসনা এবং দুর্বলতার কারণে তোমরা এই সব দুষ্টদের প্রভাবের মধ্যে এসে পড়বে। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা প্রভুত্ব করবে, আর যখন প্রবৃত্তির কামনা বাসনা প্রভুত্ব করে, তখন মানুষ এই সবের অনিষ্টের প্রভাবে এসে যায় যা মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যায়। এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, 'যখন অযাচিত দাতা খোদা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২)

আর শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলে সেটাই হবে যা শয়তান চাইবে। কাজেই আমরা এটাই দেখছি যে বর্তমান যুগে এই পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। অতএব প্রত্যেক মুসলমান ও মোমেনকে এবিষয়টি সামনে রাখা উচিত যে যদি আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতরাজির সঠিক প্রয়োগ করতে হয়, তবে সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসা আবশ্যক। এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা যে আশ্রয় রেখেছেন তার বাহুপাশে আবদ্ধ হওয়া জরুরী। যে ভোরের উদয় হয়েছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া তখনই সম্ভব হবে, যখন আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত নেয়ামত রাজিকে একত্ববাদের প্রসার এবং তাকওয়ার পথে চলার জন্য ব্যবহার করবে। সম্পদকে যদি ভোগবিলাসে ব্যয় করতে আরম্ভ কর, যেমনটি আমরা অধিকাংশ ধনী মুসলমান দেশগুলিতে দেখছি, তবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শয়তানের হাতে এসে পড়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি থেকে বঞ্চিত হবে আর আমরা দেখছি যে মুসলমানরা বঞ্চিত হচ্ছে। কিভাবে ইসলামকে দুর্বল করা যায়, মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করা যায়, তাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যায় সেই চেষ্টায় ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলি সকল প্রকারের দাজ্জালী কৌশল প্রয়োগ করেছে এবং করে চলেছে। এরা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, কেননা খোদা তা'লাকে দেখার দৃষ্টি তাদের অন্ধ। তারা এই চেষ্টায় রয়েছে যে ইসলামী দেশগুলি যেন কখনও উন্নতি না করে আর দুর্ভাগ্যবশত: ইসলামী দেশগুলির নিজেদের আমল এমন যে খোদা তা'লার শিক্ষা বিরুদ্ধ আচরণ এই সব বিরোধীদের প্রচেষ্টাকে সফলও করছে।

(খুতবার শেষাংশ ...)

তা'লা তার নিয়্যত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা। তিনি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কী আছে তা-ও জানেন, তিনি আমাদের নিয়্যত কী তা-ও জানেন আমাদের উদ্দেশ্যাবলী কী তা-ও জানেন। তিনি বলেন, যে সততা ও নিষ্ঠা রাখে তার সাথে আল্লাহ তা'লাও অনুরূপ ব্যবহারই করে থাকেন। কিন্তু যে বাহানা করে তার সাথে তার অচরণ অনুসারেই ব্যবহার করে থাকেন; কেননা আল্লাহ তা'লা সবই জানেন। যে সততা ও নিষ্ঠা রাখে আল্লাহ তা'লা তার সম্পর্কে অবগত; খোদা তা'লা জানেন তার মাঝে নিষ্ঠা রয়েছে। যে অজুহাত দেখায়, তার মাঝে নিষ্ঠা নেই। খোদা তা'লা নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে প্রতিদানও বেশি দিয়ে থাকেন, কেননা ব্যথিত হৃদয় বা আন্তরিকতা একটি মূল্যবান বিষয়। অজুহাত সন্ধানী মানুষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, কিন্তু খোদা তালার দৃষ্টিতে এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নির্ভর করা কোন মূল্য রাখে না। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:২৫৯-২৬০)

অতএব এই নীতি আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যারা মুসাফির এবং অসুস্থ তাদের জন্য পরবর্তীতে রোযা পূর্ণ করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু হযরত মসীহ্ ওউদ (আ.) এটিও বলেছেন যে, এই অবস্থাতেও ফিদিয়া অবশ্যই দাও। এতে রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হবে। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:২৫৮)

আজকাল ভাইরাসজনিত রোগের কারণে মানুষ প্রশ্ন করে থাকে যে, গলা শুকিয়ে যাবে এবং রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে; তাই রোযা রাখবো নাকি রাখবো না? এই বিষয়ে আমি কোন সাধারণ ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত প্রদান করছি না। আমি সাধারণত এটি-ই লিখে থাকি যে, তোমরা নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। আর পবিত্র হৃদয়ে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের বিবেকের কাছে ফতোয়া চাও। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে, অসুস্থ হলে রোযা রেখো না। কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাবো এই ধারণার বশবর্তী হয়ে রোযা পরিত্যাগ করা ভ্রান্ত রীতি। তাহলে তো একটি অজুহাত হতে আরেকটি অজুহাত, এক বাহানা থেকে আরেক বাহানা সৃষ্টি হতেই থাকবে–যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। যদি কেউ বলে, ডাক্তার বলছে, এর ফলে সমস্যা হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমার উত্তর হলো আমি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামত নিয়েছি। ডাক্তারদের পারস্পরিক মতামতের মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, এটি কোন নিশ্চিত বিষয় নয় যে, রোযা রাখলে অবশ্যই এ রোগ দেখা দিবে। হ্যাঁ, যদি লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়, কাশি অথবা হালকা জ্বর অথবা অন্য কোন লক্ষণ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে রোযা ছেড়ে দিন আর যদি রোযা রেখে থাকেন তবে ভেঙে ফেলুন। ডাক্তারদের মধ্যেও যারা এই মতকে সমর্থন করেন যে, রোযা না রাখাই ভালো বা এমন শর্ত জুড়ে দেন যার ফলাফল এমনই দাঁড়ায় যে, রোযা রাখা উচিত নয়– তারাও স্পষ্ট কোন মতামত প্রকাশ করে না। তারা ভয়ও দেখায়, আবার সাথে এটিও বলে যে, খাবারের প্রতি দৃষ্টি রেখে যেন রাখা হয়। এখন যারা দরিদ্র তারা কতটুকু-ই বা খাবারের প্রতি দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হবে।

মোটকথা, বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নেই। তবে হ্যাঁ, সামন্যতম সন্দেহ হলেও তাৎক্ষণিকভাবে রোযা ছেড়ে দিন। কেউ কেউ মনে করে, যে ঘরে এ রোগে আক্রান্ত কোন রোগী থাকে, সে ঘরে অন্যরা সুস্থ্য হলেও তারা যেন রোযা না রাখে কিন্তু অন্যান্য চিকিৎসকদের মতে এর কোন বৈধতা নেই। যাহোক, রোযা শেষে এবং রোযা রাখার সময় পানি বেশি পান করা উচিত। যারা নিজেদের নিয়ে বেশি চিন্তিত এবং সামর্থ্যও রাখেন তারা এমন খাবার গ্রহণ করুন যা দেহে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পানি ধরে রাখতে পারে। মোটকথা, এবিষয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে দ্বিমত আছে এদের মাঝে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও এখানকার চিকিৎসকরাও রয়েছেন। তাই অকারণে রোযা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, পাছে আমরা আবার তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই যাদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, এরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। তবে হ্যাঁ, সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করা উচিত। কারো কারো পানির চাহিদা এমনিতেই কম থাকে, তারা সাধারণত পানি পান করে না। রোযাও রাখে আর স্বাভাবিক অবস্থাতেও খুব বেশি পানি পান করে না। আমাদের একজন বুযুর্গ ছিলেন চৌধুরি নযীর সাহেব; তিনি গ্রীষ্মকালে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন অথচ আমরা (বাইরে থেকে) এসেই পানির দিকে ছুটে যেতাম; কিন্তু আমি তাকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছি, আপনি এত অল্প পানি পান করেন, কোন কোন সময় তো তা-ও করেন না!তিনি বলেন, আমার পানির চাহিদাই কম। যাহোক, বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থা ও প্রকৃতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। নিজের বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করুনরোযা রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে সামর্থ্য বা সক্ষমতা যাচনা করে দোয়া করুন। এদিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে বেশি বেশি দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেন। মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লাকে চিনে। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবী থেকে এই মহামারিকে অচিরেই দূরীভূত করুন; পৃথিবীবাসীর প্রতি আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন এবং আমরা আহমদীরাও যেন তাকওয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার রক্ষা করতে পারি এবং রমজান থেকে পরিপূর্ণ রূপে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি।

এটিও স্মরণ রাখুন, বিশ্বে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে অর্থাৎ এ মহামারির ফলে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার যে চরম অবনতি ঘটেছে, আর বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজমান রয়েছে, এমন অবস্থা যখন দেখা দেয় তখন যুদ্ধের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। অনেক বিশ্লেষক এ ধরনের কথাও বলছেন। বস্তুবাদী বিভিন্ন সরকার নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাগতিক উপায়ে এর সমাধান বের করার চেষ্টা করে থাকে। তারা দেশের নাগরিকদের মনযোগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এমন কথা বলে যা পরবর্তীতে তাদেরকে আরো বেশি সমস্যার মুখে ঠেলে দেওয়ার কারণ হয়, যার ফলে তারা ধ্বংসের দিকে আরো বেশি অগ্রসর হয়। যেমনটি আমি বলেছি, ভাষ্যকাররাএ ধরনের মতামত ব্যক্ত করা আরম্ভ করেছেন। আল্লাহ্ তা' লা ক্ষমতাধর দেশগুলোকে সুমতি দিন তারা যেন বিবেক খাটায় আর এমন কোন পদক্ষেপ না নেয় যার ফলে পৃথিবীতে আরও বেশি নৈরাজ্য দেখা দিবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ বাড়বে। এখন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ্যে এ বিষয় লেখালেখি হচ্ছে আর বিশেষজ্ঞরাও খোলাখুলি কথা বলছেন। আমেরিকা ইরানকে হুমকি দিয়েছে, আবার চীনকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে যে, তারা এই মহামারির বিষয়ে সঠিক তথ্য দেয়নি, এজন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিত বা তার সাথে এমন ব্যবহার হওয়া উচিত। আমরা ইরানের সাথে এই করবো সেই করবো। যাহোক, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশেরও কাণ্ডজ্ঞান খাটানো উচিত। এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞ ছড়ায় এমন কোন ভুল পদক্ষেপ না নিয়ে সঠিক চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করে এবং আল্লাহ্ তা' লার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে এই মহামারি থেকে মুক্তির দোয়া ও চেষ্টা করা উচিত এবং এই মহামারির প্রতিষেধক আবিষ্কারে যেসব বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন তাদের সহায়তা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করার ও নিজেদের অবস্থায় উন্নতি সাধনের তৌফিক দিন এবং বিশ্ববাসী ও ক্ষমতাধর দেশগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের নীতি ও ভবিষ্যত কর্মবিধি নির্ধারণেরতৌফিক দিন। (আমীন)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

(অবশিষ্ট ভাষণ....)

অতঃপর সূরা মুতাফফেফীন-এর ২ -৪ নং আয়াতে কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'অভিসম্পাত হোক ওজন করার সময় অন্যায়কারীদের উপর। অর্থাৎ তারা যখন মানুষের কাছ থেকে ওজন করে নেয়, তখন পুরোপুরি নেয়। কিন্তু ওজন করে দেওয়ার সময় কম দেয়।" এই আয়াত এবিষয়টিকে আরও পোক্ত করে যে যারা ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে শোষণমূলক পথ অবলম্বন করে, অপরকে কম দেয়, অথচ বিনিময়ে প্রাপ্যের চেয়েও বেশি দাবি করে, তারা মানুষকে ঠকায়, তাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে। এদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। এরা অপদস্ত ও লাঞ্ছিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কুরআন করীম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং অভ্যন্তরীণ বিবাদ বা বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতবিরোধের সমাধান সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনাপূর্ণ নীতি বিশদভাবে ভাবে বর্ণনা করেছে। ইসলাম সব সময় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষের অবসানের প্রতি মনোযোগ দিয়ে এসেছে। যেমন সূরা হুজরাতের ১০ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে যদি দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয় তবে প্রতিবেশী বা কোনও নিরপেক্ষ দলকে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়ে দেওয়া উচিত। মধ্যস্থতাকারী যে দলটি মীমাংসা করবে তারা যেন নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে এসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু যদি বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব না হয় বা কোন পক্ষ যদি চুক্তি হওয়ার পরও তা রক্ষা না করে, তবে অন্যান্য জাতি বা দেশ সেই অন্যায় প্রদর্শনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা তাকে প্রতিহত করা উচিত। অতঃপর অন্যায়কারী যখন নিরস্ত হয়, তখন তাকে না অপদস্ত করা উচিত, না অন্যায়ভাবে তার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো উচিত। বরং সুবিচার এবং স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত যাতে সে স্বাধীন সমাজ হিসেবে অগ্রসর হতে পারে এবং তাকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যাবতীয় সাহায্য করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার ধর্মবিশ্বাস হল এই বিস্ময়কর কুরআনী নীতি কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, বরং আন্তর্জাতিক স্তরে বিবাদ নিরসনের মূল নীতি আর যদি এটি অনুসরণ করা হয় তবে পৃথিবীর স্থিতিশীলতা এবং স্থায়ী শান্তি অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে অনেক মুসলমান দেশকেই দেখা যাচ্ছে এই কুরআনী নীতি মেনে চলছে না। যার পরিণামে তারা নিবুর্দ্ধিতাপূর্ণ বিবাদে আটকে রয়েছে এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে অন্যায় ও অত্যাচারের দুর্বিপাকে আবদ্ধ হয়ে আছে। যেমনটি আলোচিত হয়েছে যে, এই আয়াত এবিষয়ও বর্ণনা করে যে বিজয়ীর বিজয় লাভের পর পরাজিতের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয় এবং তাকে অপদস্ত করা উচিত নয়। এর মধ্যে প্রজ্ঞার বিষয়টি স্পষ্ট যে, যদি পরাজিতকে অপমানিত করা হয় তবে শান্তি বেশি দিন স্থায়ী হবে না, বরং সেই জাতির নেতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা এবং প্রতিশোধভাবনা জন্ম নিবে। এর বিপরীতে যদি পরাজিত জাতির সঙ্গে সুবিচারপূর্ণ সদয় আচরণ করা হয় তবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরী হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তথাপি সাম্প্রতিককালে আমরা বার বার দেখছি যে পরাশক্তিগুলি শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অন্যায় অব্যাহত রেখেছে যার কারণে অস্থিরতা এবং বিদ্বেষ তৈরী হয়। এর অর্থ যাবতীয় প্রকারের শান্তি চুক্তি দুর্বল সুতো দিয়ে বাঁধা থাকে যা সব সময় ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই ধরণের অস্থিরতায় সন্ত্রাসবাদী ও চরমপন্থীদের ছাড়া কখনও কারো কোনও লাভ হয় না, যারা হতাশাগ্রস্ত মানুষদের লক্ষ্যে পরিণত করে যার পরিণাম আমরা কয়েক বছর থেকে প্রত্যক্ষ করছি। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শান্তি ও সফলতার নীল দিগন্তে অন্যায় এবং যুদ্ধের কালো মেঘ ঘিরে রেখেছে। জাতি দ্বন্দ, যুদ্ধ, প্রতিশোধমূলক মনোভাব এবং অপরকে অপদস্ত করার বাসনার কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি ভেদাভেদের শিকার। অস্থিরতার এই পরিবেশ ক্রমেই বিস্তৃত হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি ন্যায়, সততা এবং অপরের অধিকার প্রদানের উপর স্থাপিত হয়। যেমনটি আজ আমরা পৃথিবীতে দেখছি, আমার দোয়া হল পৃথিবীর যেন অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে, বরং ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যাতে আমরা নিজেদের জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উন্নত ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখব যে লীগ অফ নেশনস গঠিত হয়েছিল, কিন্তু তা নিজের উদ্দেশ্য পূরণে ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়। এর ব্যর্থতার কারণ ছিল ন্যায় ও নিরপেক্ষতাকে স্থান দেওয়া হয় নি। বরং বন্ধুত্ব এবং জোট তৈরী হয়েছিল আর কিছু জাতির সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল, তাদেরকে প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। যার পরিণামে কিছু কাল পরেই মানব ইতিহাসের সব থেকে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। অবশেষে ছয় বছরের ধ্বংসলীলা এবং ছলচাতুরীর পর যখন এই যুদ্ধের অবসান হল, তখন পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ তৈরী হল। কিন্তু জাতি সংঘও নিজের মহৎ উদ্দেশ্য ও ঘোষিত সংকল্প সত্ত্বেও নিজের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়েছে। আজ পুনরায় সেই জোটবাজি হচ্ছে, সামাজ ভেদাভেদের শিকার হচ্ছে আর জাতিসমূহের মাঝে বৈরিতা প্রতিনিয়ত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। অনেক মুসলিম এবং অমুসলিম দেশ শান্তির প্রকৃত অর্থের ব্যুৎপত্তি রাখে না এবং আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবগত নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ভাবী যুদ্ধের পরিণাম নিঃসন্দেহে সেই সমস্ত যুদ্ধের থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক হবে, যেগুলি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। কেননা অনেক দেশ পারমাণবিক বোমা বানিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে যদি একটি দেশও এই মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে, তবে তা কেবল আমাদের চোখে দেখা পৃথিবীকেই ধ্বংস করবে না, বরং ভবিষ্যতপ্রজন্মের জন্যও মারাত্মক প্রভাব রেখে যাবে। যদি পরমাণু যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানসিক ও শারিরিক প্রতিবন্ধী শিশুরা জন্ম নিবে। এভাবে তারা নিজেদের জাতির সেবা করার পরিবর্তে যন্ত্রণাদায়ক জীবনযাপন করবে এবং সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের পরিবারে হতাশা নেমে আসবে, তাদের জনপদ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে ও জাতি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আমাদের নির্বুদ্ধিতা এবং আত্মকেন্দ্রীকতার ফলে সংঘটিত যুদ্ধের কারণে তারা আমাদের প্রতি যদি অভিসম্পাত দেয় তবে এক্ষেত্রে তাদের এমনটি করা সঙ্গত হবে, কেননা এই সমস্ত যুদ্ধ জন্মের পূর্বেই তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে। অতএব, কারো মনেই যেন এই ধারণার উদ্রেক না হয় যে আমরা যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তা খুবই সাধারণ বিষয় বা এই সংকট আমাদের আচরণ পরিবর্তন ছাড়া নিজে থেকেই কেটে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য যদি ক্রমাগত ইসলামকে অভিযুক্ত করা হতে থাকে, তবে পৃথিবীর এই অস্থিরতার চিত্র আরও খারাপের দিকে যাবে। কোন ধর্ম বা তার অনুসারীদের উপর আক্রমণ করলে সেই ভেদাভেদ আরও প্রকট হয়েই দেখা দিবে। এতে কেবল চরমপন্থীরাই উৎসাহিত হবে, যার ফলে সমস্ত সম্প্রদায় এবং ধর্মমতের মানুষের মধ্যে ঘৃণার আগুন ছড়ানোর চেষ্টা আরও তরান্বিত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে যদি মুসলমান দেশগুলি বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি ইসলামের নামে জুলুম করে, তবে এর কারণ হল তারা নিজেদের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জন করতে আগ্রহী। বর্তমান যুগের বিবাদ ও যুদ্ধের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং এটি কেবল সম্পদ, শক্তি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

এবং ভৌগলিক জয় লাভের উদ্দেশ্যে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সব কথা দৃষ্টিপটে রেখে আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এই দোয়া করছি যে আল্লাহ্ করুন যেন পৃথিবীবাসী সম্মিলিত স্বার্থের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে এবং পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়া উন্নতি লাভ করে। আসুন আমরা ধর্মের উপর অভিযোগ আরোপ করা কিম্বা অপরের প্রতি দোষারোপ করার পরিবর্তে সকলে মিলে নিজেদের সর্বশক্তি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করি এবং নিজেদের অনাগত প্রজন্মের জন্য এক নিরাপদ ভবিষ্যত রেখে যাই। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদেরকে যেন ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি নিয়ে নয় বরং ভালবাসা নিয়ে স্মরণ করে। আল্লাহ করুন সমস্ত মানুষ ও জাতি একে অপরের অধিকার প্রদানকারী হয় এবং সহানুভুতি, সুবিচার সকল প্রকারের অন্যায় ও বিবাদের উপর জয়যুক্ত হয়।

এই কথাগুলি বলে আমি আপনারা এখানে আসার জন্য আরও একবার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। অসংখ্য ধন্যবাদ।

৬ অক্টোবর, ২০১৯, সমাপনী ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার সূরা মুজাদিলার ২২ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ তা'লা যখন আম্বিয়াগণকে প্রেরণ করেন, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সফলতা লাভ আরম্ভ হয়ে যায় না, বরং বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বিরোধীতার ঝড় বয়ে যায়। মনে হয় যেন এটি শেষ হল বলে। সমস্ত নবীর ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে, কিন্তু অবশেষে আল্লাহর নিয়তি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে আর আম্বিয়াগণ সফল হয়েছেন। কুরআন করীমের যে আয়াত আমি তিলাওয়াত করলাম সেখানে আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার অটল সিদ্ধান্ত হল তিনি এবং তাঁর রসূলই জয়যুক্ত হবেন আর শত্রুরা অকৃতকার্য হবে। আঁ হযরত (সা. এবং তাঁর সাহাবাদেরকে নিকৃষ্টতম বিরোধীতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বিরোধীরা মনে করেছিল যে মুষ্টিমেয় এই নিরস্ত্র ও দারিদ্রক্লীষ্ট মানুষদেরকে আমরা অনায়াসেই নিজেদের পায়ের তলা পিষে ফেলব, ধ্বংস করে ফেলব। কিন্তু পরিণাম কি হল? তারা নিজেরাই পিষ্ট হল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাস যখন প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী করলেন এবং ঠিক আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করলেন, (তাঁর দাবি কোন স্বরচিত দাবি ছিল না) তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও অনেক সুসংবাদ দান করেছেন, জামাতের উন্নতির সংবাদ দিয়েছেন, তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার সংবাদ দিয়েছেন, খোদার হেদায়াত প্রচারের পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর জয়ী হওয়ার এবং বিরুদ্ধবাদীদের অসফল হওয়ার সংবাদও দান করেছেন। তিনি বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ইলহাম ১৮৮৩ থেকে আরম্ভ করে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে একাধিকার বার পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে বিরোধীতা সত্ত্বেও, বিরোধীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র এবং সরকার বিপক্ষে যাওয়া সত্ত্বেও, সমস্ত ধর্ম ও মুসলমানদের সমস্ত ফির্কা তাঁর বিরুদ্ধে সর্বোতভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা"লা তাঁকে সফল করবেন এবং তাঁর জামাত উন্নতি করতে থাকবে।

হুযুর আনেয়ার বলেন: একবার একটি বৈঠকে হযরত আকদস (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো, খোদার বান্দাদের পরিণাম কখনও মন্দ হয় না। তাঁর كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ প্রতিশ্রুতি সত্য। আর এটি তখনই পূর্ণ হয় যখন মানুষ তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে।

অন্যত্র তিনি বলেন, এটি খোদা তা'লার চিরাচরিত রীতি এবং যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সব সময়ই তিনি এই রীতি প্রকাশ করে থাকেন যে, তিনি নিজ নবী ও রসূলের সাহায্য করে থাকেন এবং তাঁদেরকে বিজয়মণ্ডিত করেন। যেমনটি তিনি বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ (অর্থাৎ-খোদা তা'লা লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর নবীগণ বিজয়ী থাকবেন) 'গালাবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, যেহেতু রসূল ও নবীগণও ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন যে, খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কোন শক্তিই যেন এর মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয় সে অনুসারে খোদা তা'লা প্রবল নিদর্শনসমূহ দ্বারা তাঁদের (নবীদের) সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যে সাধুতা তাঁরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, খোদা তা'লা তার বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। তাঁদের হাতে বীজ বপন করা হয়, এটিই বিজয়। এর অর্থ আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এটি তিনি আল-ওসীয়ত পুস্তিকায় লিখেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে খোদা তা'লা তার বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না, বরং এমন সময় তাদেরকে মৃত্যু দান করেন যখন বাহ্যিক ভাবে একপ্রকার অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদেরকে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করার সুযোগ দেন। এরপর খোদা তা'লা নিজ কুদরতের অপর হাত দেখান এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য, যার কোন কোনটি অসম্পূর্ণ রয়েছিল, সেগুলিও পূর্ণতা পায়। তিনি বলেন, দ্বিতীয় কুদরত হল খিলাফত। কাজেই, আমরা দেখছি যে তাঁর পর আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে খিলাফতের মাধ্যমে তাঁর জামাতের উন্নতি ও বিস্তৃতির উপকরণ সৃষ্টি করে চলেছেন এবং নিজেই মানুষের মনের মধ্যে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করছেন। আজ একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে উত্থিত দাবি পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মুখরিত হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, জামাত আহমদীয়ার ইতিহাস সাক্ষী, যেমনটি তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে তাঁর বান্দা প্রতিনিয়ত উন্নতি করে থাকে। তাঁর প্রেরিত পুরুষদের পদক্ষেপ প্রতিদিন উন্নতির দিকেই চালিত হয়। তাঁদের জামাত সব সময় উন্নতিই করে। এই দৃশ্য আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি। কয়েকটি ঘটনা এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিস্ময়করভাবে এই উন্নতি দান করে চলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তাঁর মিশনকে পূর্ণতা দানকল্পে এই কাজ করছেন।

ক্যামেরুন থেকে আবু বাকার নামে আমাদের এক মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, বানিয়ো শহর থেকে আহমদো নামে জনৈক ব্যক্তি আমাকে ফোন করে বলেন, 'জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না , কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে আমার ছেলে একটি পামপ্লেট হাতে পায় যার শিরোণাম ছিল 'জা আল মসীহ'। আমি সেই পামফ্লেটের বিষয় নিয়েই আপনাকে ফোন করছি।' তিনি বলেন, আমি নামাযের বিষয়ে অনেক অলস ছিলাম। একদিন স্বপ্নে শুভ্র দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে আমার কাছে আসতে দেখলাম, যিনি আমাকে বলছেন, ওঠো, নামায পড়। এরপর তিনি আমাকে নিয়মিত নামায পড়ার উপদেশ দান করেন। আমি সেই স্বপ্নের পর নিয়মিত নামায পড়ার চেষ্টা করছি। হঠাৎ একদিন কেবলে চ্যানেল খুঁজতে খুঁজতে এম.টি.এ আফ্রিকার উপর আমার দৃষ্টি এসে পড়ল এবং দেখলাম সেই সাদা দাড়ির ব্যক্তিটি কোন ভাষণ দিচ্ছেন। এভাবে আমি এম.টি.এ এবং জামাত সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি ঠিকই, কিন্তু একথা জানতে পারিনি যে ক্যামেরুনে জামাত রয়েছে কিনা। এখন পামফ্লেটের মাধ্যমে যোগাযোগ হল। যাইহোক মুয়াল্লিম সাহেব তাঁকে তবলীগ করেন। তাঁকে আমার পরিচয় করিয়ে বলেন, ইনি আমাদের যুগ খলীফা। একথা শুনে তিনি বলে উঠেন যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে নিয়মিত নামায পড়ার উপদেশ দিচ্ছেন, তিনি মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। নিশ্চয় তিনি খোদার পক্ষ থেকে এই কাজের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন। তিনি খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মুয়াল্লিম সাহেব তাঁকে বলেন, আপনার শহর বানিয়োতে আমাদের জামাত রয়েছে, আপনি যোগাযোগ করুন। এরপর ভদ্রলোক জামাতের সদর সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। এখন খোদার কৃপায় তিনি নিয়মিত নামাযও পড়েন আর এম.টি.এও দেখেন। আর এভাবে তিনি নিজের ঈমান ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করছেন।

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 28 May , 2020 Issue No.22

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এরপর তানজানিয়ার আমীর সাহেব একটি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন। লুন্ডি শহরে যেখানে বিরোধীদের পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ মৌলানা ফযলে ইলাহি বশীর সাহেবের সঙ্গে অত্যন্ত অভব্য আচরণ করা হয়েছিল, তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, সেই শহরেরই দুটি স্থানীয় রেডিওতে সাপ্তাহিক জামাতীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এছাড়াও আহমদীয়া রেডিও-র ২৪ ঘন্টা প্রচারও শোনা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলির কারণে লুন্ডি শহরের বড় মসজিদের ইমামের ছেলে বয়আত করার তৌফিক পেয়েছেন। ভদ্রলোক একাধিক মাদ্রাসা থেকে শিক্ষালাভ করেছেন এবং খুব ভাল তিলাওয়াত করেন। জামাতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ভাল। এছাড়াও অন্য একটি মসজিদের ইমামও সম্প্রতি আহমদী হয়েছেন। তিনি বলেন, এই দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কারণে আরও পঞ্চাশটি বয়আত হয়েছে। লুন্ডি শহরে এমন অবস্থা যে এখন যদি কেউ বলে আহমদীরা কাফের, তবে এলাকার লোক, আহমদী হোক বা অ-আহমদী, নিজেরাই এর উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। একটি জামে মসজিদের মৌলবী সাহেব বলেন, আহমদীদেরকে উত্যক্ত করো না। আমাদের থেকে তাদের জ্ঞান অনেক বেশি। আমাদের বড় বড় আলেমরা সেই সব কথা জানেন না, যা এদের একজন সাধারণ মৌলবী জানেন।

*নাইজেরিয়ার একটি ঘটনা, (ইজিবি) সার্কিটের ওমোতে মুবারক নামে একজন দায়ী-ইলাল্লাহ্ আমার জুমআর খুতবার সরাসরি সম্প্রচার দেখানো আরম্ভ করেন এবং আমার খুতবার পর নিজের সংক্ষিপ্ত খুতবা দিতে লাগলেন। এতে একজন অ-আহমদী ভদ্রলোক জামিয়ো সাহেব এর উপর আপত্তি জানান, যিনি আমাদের মসজিদে জুমআ পড়তে আসতেন। তিনি আপত্তি তোলেন যে এটি বেদাত, ইসলামী রীতি নয়। আমি তো এখানে জুমআ পড়তে আসি। এখন জামাত আহমদীয়া টিভির মাধ্যমে জুমআ পড়তে শুরু করেছে। তাঁকে বোঝানো হয় যে আমরা এভাবে জুমআ পড়ছি না। খুতবা শুনছি। আপনি প্রথমে খুতবা শুনে দেখুন। এরপর তিনি খুতবায় আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি স্বপরিবারে এসে বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহর খুতবা আমাকে আলোড়িত করেছে। আজ যদি ইসলামের শিক্ষা কারো কাছে থেকে থাকে, তবে তা কেবল খলীফাতুল মসীহ্‌র কাছে রয়েছে। আর যেভাবে তিনি নিজের খুতবা এবং ভাষণের মাধ্যমে মুসলমানদের উন্নতি এবং পথ-প্রদর্শন করছেন, তাতে মনে হচ্ছে যেন আমাদের মনের সব গোপন কথা তাঁর কাছে রয়েছে। এটি নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পথ-প্রদর্শন আর আমি স্ত্রী-সন্তানসহ জামাত আহমদীয়া গ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ছায়াতলে জীবন অতিবাহিত করতে চাই।

সাহারামপুর, ভারত থেকে এক ভদ্রলোক আখতার সাহেব নিজের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা জানিয়ে লেখেন, ২০০৭ সালে আমি স্বপ্নে এক বুযুর্গকে দেখি যার দীপ্তিময় চেহারা হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। এরপর বলেন, ২০০৯ সালে পাকিস্তানে গিয়ে সেখানে জামাত আহমদীয়ার বিরোধীতার কথা শুনে মনে অনুসন্ধিৎসু জাগে যে এটি কোন জামাত? খোঁজখবর নেওয়ার পর আমি জামাত আহমদীয়ার টোল ফ্রি নম্বর পাই। আমি জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এরই মাঝে আমি স্বপ্নে খলীফাতুল মসীহ আল খামিসকে দেখি তিনি একটি বিশাল সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং বয়আত গ্রহণ করছেন। অনেকে তাঁর দিকে হাত বাড়াচ্ছেন এবং বয়আত করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। আমিও হাত বাড়ালাম, কিন্তু পৌঁছল না। পেছন থেকে শুনতে পেলাম, 'তুই পৌঁছতে পারবি না।' এই স্বপ্নের পর আমার ব্যকুলতা আরও বেড়ে যায় এবং দোয়া করতে থাকি এবং টোল ফ্রি নম্বর যোগাযোগ করে নিজের মনের সন্দেহগুলিকে দূর করতে থাকি। এরই মাঝে আরও একটি স্বপ্নে দেখি যে একটি দল মসজিদ আকসার দিকে যাচ্ছে, আর কেউ যেন বলছে, 'তুই পৌঁছতে পারবি না।' কিন্তু আমি তবুও চেষ্টা করতে থাকি এবং সেই দলে ঢুকে পড়ি। আর বয়আতের সেই দৃশ্যই দেখতে পাই, যা পূর্বে দেখেছিলাম। কিন্তু যখনই বয়আতের জন্য হাত বাড়ালাম, তখন খলীফাতুল মসীহ আমার কব্জি ধরে নিজের হাতে রেখে দিলেন। এই স্বপ্নের পর আমি কাদিয়ান যিয়ারত করি এবং এর থেকে খুব ভাল প্রভাব গ্রহণ করি। কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে আমারবয়আত করার সাহস হয়নি। এরপর আরও কিছুকাল পর যোগাযোগটুকুও বাকি ছিল না। এমনিভাবেই সময় কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু এই স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম এবং আহমদী সদস্যদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এর ফলে মনের মধ্যে আরও ব্যকুলতা ও অস্থিরতা লেগেই থাকত। অবশেষে এক সুদীর্ঘকাল পর এবছর বিনোদন ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে শিমলা যাই, যেখানে বইমেলায় জামাত আহমদীয়া বুকস্টল লাগানো ছিল যার মাধ্যমে পুনরায় জামাতের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। আর এইবার পূর্ণ সন্তোষ এবং স্বপ্নের ভিত্তিতে বয়আত গ্রহণ করে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হই।

মালীর আমীর সাহেব লেখেন, মালির কোলিকোরে অঞ্চলে একটি গ্রামে এবছর জামাতের চারা রোপিত হয়েছে। এর পূর্বে গ্রামের মানুষ ধর্মহীন ছিল। তাদের কোনও ধর্ম ছিল না, কিন্তু খোদার কৃপায় তারা আমাদের তবলীগের পর আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। সেই গ্রামে মসজিদ ছিল না। এখন জামাত সেখানে মসজিদ নির্মাণ করছে। মসজিদের গোড়া পত্তনের সময় গ্রামের চীফ বলেন, দীর্ঘকাল আমরা ইমাম মাহদীর জামাতের প্রতীক্ষায় ছিলাম। এটি তাদের সৌভাগ্য যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের জীবদ্দশায় আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। কেননা তাঁর পিতাও এই অপেক্ষায় ছিলেন যে ইমাম মাহদী এলে তাঁকে গ্রহণ করবেন, কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছয় নি।

ঘানার নর্দার্ন রিজনের মুবাল্লিগ লিখেন, নাসওয়ানা নামে একটি এলাকায় আহলে সুন্নত জামাতের বেশ প্রভাব রয়েছে। উত্তরে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট, যেখানে সুন্নীরা ঘোর বিরোধী। তারা ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিশরের একজন আলেমকে নিয়ে আসেন, যাতে যেসব স্থানে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে এর মাধ্যমে আহলে সুন্নতের মসজিদ স্থাপন করা যায় এবং নলকুপ বসানো হয় যাতে মানুষ আহমদীয়াত ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। কেননা সেখানে জামাত আহমদীয়া নলকুপ বসিয়ে থাকে। এছাড়া তারা ইমামও নিযুক্ত করে, যার জন্য সেখানকার স্থানীয় মুদ্রা তিনশ সিডি বেতন নির্ধারণ করা হয়। মিশরের আলেম নিজের জন্য সাতশ সিডি মাসিক বেতনে একজন অনুবাদকও নিযুক্ত করে রাখে। এরা গোটা এলাকা পরিদর্শন করে বেড়ায়। পবিত্র রমযান মাসের শুরুতে অনুবাদক মিশর থেকে আসা সেই আলেম সাহেবের টাকা চুরি করে। মিশরের আলেম সেখানে অর্থকড়িও সঙ্গে এনেছিল। মিশরের আলেমের যে অনুবাদক ছিল সে ইমামের থেকে বেশি বেতন পেত। যাইহোক বেশ মোটা টাকা ছিল। ইসলাম আহমদীয়াতের বিরোধীতা বিভিন্ন দেশ যে সব সাহায্য করে থাকে, তা থেকে এরাও হয়তো পেয়ে থাকে। যাইহোক সেই অনুবাদক টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। সেই আলেম তাকে বুঝিয়ে বলে যে তুমি যে টাকা চুরি করেছ তা ফেরত দাও। কিন্তু সে টাকা ফেরত দেয় নি। এরফলে আলেম সাহেব তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয় এবং তার বাড়ি থেকে অন্য একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। অনুবাদক ক্রোধের বশে আলেম সাহেবের উপর আক্রমণ করে বসে, যার ফলে সে সেই দেশ ছেড়ে পালায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াতকে ধ্বংস করার তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেন, সে আহমদীয়াতকে ধ্বংস করতে এসেছিল, কিন্তু তাকে নিজেকেই সেখান থেকে পালাতে হল। (ক্রমশ:....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir